ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৬ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২০ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হিরন্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল সমান্ননা পেলেন জাগরণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও প্রেরণা মানুষকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। যার সয়নে, স্বপনে, ধ্যান, জ্ঞানে, রয়েছে জাগরনের নাম। লেখনীকে আঁকড়ে ধরেই তিনি জাগরণকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন। তার কলম থেকে বেরনো অক্ষর গুলি জাগরণকে বড় হতে সাহায্য করেছে। হাসপাতালের বেডে শুয়েও তিনি লিখছেন। তার মনের মধ্যে জমে থাকা স্বপ্নগুলোকে শেয়ার করছেন। শরীর অসুস্থ হলেও মনের সুস্থতা পান ভোরের আলোতে জাগরণের ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। ভুল ত্রুটিগুলি এখনো তার চোখে জল জল করে ওঠে। স্নেহভাজন চিত্তে সহকর্মীদের এই বিষয়গুলি আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। একজন সম্পাদক ও লেখকের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার এখনো তা পূরণ করে যাচ্ছেন সহাসে। বলা যেতে পারে আজ তার জীবনের আরো একটি স্বপ্ন পূরণ হল। হিরন্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল এওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। সংবাদপত্রের জগতে তার বিশেষ অবদানের জন্য হিরন্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড কমিটি এবং আগরতলা প্রেসক্লাব যৌথভাবে এই সম্মান প্রদান করেন তাঁকে। হাসপাতালের বেডে শুয়েও তিনি উপভোগ করলেন গোটা বিষয়টি। ভারাক্রান্তচিত্তে একমাত্র ছেলে সন্দীপ বাবার এই এ সম্মাননা গ্রহণ করেন। এই সম্মাননা তাকে নতুন করে প্রেরণা যোগাবে জাগরনের জয় গান গাইতে। যেভাবে চড়াই উৎরাই পার হয়ে জাগরন আজ ৬৯ বছর পার করেছে তার ইতিহাস হয়তো অনেকেরই অজানা। কিন্তু রাজ্যের সংবাদপত্রের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে জাগরণ পত্রিকা কে তুলে ধরতে পেরেছেন পরিতোষ বাবু। একথা অনেকেই সজ্ঞানে স্বীকার করেবেন। আজ তার সম্মাননার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রিয়জনরা শুভেচ্ছার ডালি নিবেদন করলেন। এটাই তার কাছে বড় প্রাপ্তি বলে তিনি মনে করেন। পরিশ্রমী লড়াকু মানসিকতা নিয়ে যার পথ চলা।

আজকের এই সম্মাননার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের লুকায়িত পরিশ্রম। রয়েছে ইতিহাস। সত্তরের দশকে কলেজ জীবন থেকেই সাংবাদিকতায় আত্ম নিয়োগের মধ্য দিয়ে কঠিন পথ চলা শুরু হয় পরিতোষ বিশ্বাসের। ১৯৭২ সালে প্রথমে "ক্ষুদার্থ" এবং পরে পরিবর্তিত নাম "বিতীর্ণ" সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্য দূর্গম পথে যাত্রা শুরু হয়। বিতীর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকা হস্তান্তরিত হয়ে এখন দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ চলছে। ১৯৮৩ সালে জাগরণ পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব শ্রীবিশ্বাসের উপর অর্পিত হয়। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক জাগরণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে লড়াই সংগ্রাম এক দীর্ঘ ইতিহাস। দীর্ঘ জীবনে শ্রীবিশ্বাস ২০০০ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি তখন ফিরে এসেছেন। এরপর ২০১৩ সালে তাঁর হৃদপিণ্ডে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। তখনও তাঁর বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের চেষ্টায় তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু, ২০১৯ সালে তাঁর দুইটি কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে তখন থেকে ডায়ালাইসিসের সহায়তায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এই চার বছর ধরে তিনি প্রতিনিয়ত শারীরিক অসুস্থতার সাথেও কঠিন লড়াই জারি রেখেছেন। এখন আবার তাঁর হৃদপিণ্ডে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে, আগামী সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বেঙ্গালুরু নেওয়া হচ্ছে।

মেঘালয়ের সোনাপুরে ধসে আটকে রাজ্যের বহু পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি

সোনাপুর (মেঘালয়), ৫ আগস্ট (হি.স.) : আবারও মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার সোনাপুরের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে লাগোয়া পাহাড় থেকে ধসের স্রোত বইছে। ফলে ধস বিধ্বস্ত সড়কের দু-পাশে আটকে রয়েছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরগামী অসংখ্য পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি। মেঘালয়ে অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুন গতকাল শুক্রবার রাতে সোনাপুর টানেলের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে আবারও জল-মিশ্রিত কাদামাটি ও বড় বড় পাথরের ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী

ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী লরি কাদার স্রোতে বিপদসংকুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে নতুন করে সংঘটিত বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ইস্ট জয়ন্তিয়াপাহাড়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার ওই সড়কে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সবধরনের যানবাহনকে সাময়িকভাবে যাতায়াত করতে বারণ করেছেন। অতি প্রয়োজনে বিকল্প পথে যাতায়াত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

এদিকে ধসের পাথর-মাটি সরাতে অক্লান্ত লড়াই করছেন বিআরও-এর জওয়ান এবং মেঘালয়ের পূর্ত দফতরের কর্মীরা। তাঁরা কয়েকটি এসকেভেটরের সাহায্যে পণ্যবাহী ট্রাক সহ অন্য যানবাহনকে কাদার স্তূপ থেকে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রেপ্তার ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ৫ আগস্ট (হি.স.): গ্রেফতার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহবিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)—এর প্রধান ইমরান খান।বহুল আলোচিত তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে লাহোরের জামান পার্কের বাড়ি থেকে শনিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইমরানের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে টুইট করেছে তার দল পিটিআই। এই রায়ের ফলে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে ইমরানের অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারে।

এর আগে আজ শনিবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ৩ বছরের সাজা শোনায় জেলা ও দায়রা আদালত। এরেই পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়েছে তাঁকে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেলে থাকতে হবে। রায় পড়ার সময় বিচারক বলেন, ইমরান খান ইচ্ছাকৃতভাবে তোষাখানার উপহার নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া নদীগর্ভে চলে যায় চন্ডিপুর এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

সিপাহীজলা জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২১১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ আগষ্ট।। শনিবার বিকেল তিনটায় বিশ্রামগঞ্জস্থিত সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়।সম্মেলনে জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার বলেন জেলার পাঁচ লক্ষ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে অভয় বার্তা দিলেন ডেঙ্গু নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। ঠিক এভাবেই জেলার নাগরিকদের আশ্বস্ত করলেন জেলাশাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশীষ দাস এবং জেলার টিকাকরণ অফিসার ডাঃ সর্বানি দেব্বর্মা।এখন পর্যন্ত সিপাহীজলা জেলায় ২১১ জনের শরীরে ডেঙ্গু পজেটিভ পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে ৪৯ জন এখনো একটিভ রয়েছে। বাকিরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাতে যেমন রয়েছে মেডিকেল টিম তেমনি গোটা জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চলছে বিভিন্ন ধরনের শিবির এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সর্তকতা মূলক প্রচার অভিযান। সাংবাদিক সম্মেলনে সিএমও দেবাশীষ দাস এবং জেলার টিকাকরণ অফিসার ডঃ সর্বানি দেববর্মা জানান জেলাতে এই বছর মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে শূন্য থেকে দুই বছরের মধ্যে ১৩৩৭ জন শিশুকে টিকাকরণ করা হবে এবং দুই থেকে পাঁচ বছরের ২৫৯ জন শিশুকে টিকাকরণ করা হবে এবং জেলার ৩৩৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে টিকাকরণ করা হবে সাত আগস্ট থেকে ১২ ই আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও অঙ্গনারী সেন্টার সহ প্রায় ১৩১ টি সেন্টারে এই টিকাকরণ করা হবে। জেলাশাসক সম্মেলনে তথ্য তুলে ধরে বলেন গত ১৩ জুলাই থেকে সর্বপ্রথম ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার টেস্ট শুরু হয়েছিল জেলায়। মোট জ্বরের রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৭৯ জন। এর মধ্যে এনএস-১কিট টেস্ট ৪২৫ জন এনএস-১কিট পজেটিভ ১৩৩ জন ইলিসা টেস্ট ৩২৩ জন।

সর্বমোট ইলিশা পজিটিভ ২১১ জন।জেলায় সর্বমোট কিট রয়েছে ২৩০০। এবং জেলা থেকে এজিএমসি তে রেফার করা হয়েছে ৪৭ জনকে।ডেঙ্গু নিয়ে অযথা ভয় এবং আতঙ্কের কোন কারণ নেই বলে জেলার সমস্ত নাগরিকদের অভয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ আগষ্ট জনজাতি দিবস পালন করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। আগামী ৯ আগস্ট রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় জনজাতি দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। এজন্য শনিবার কংগ্রেস ভবনে জনজাতি নেতাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ছাড়াও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল সহ অন্যান্যরা। এইদিনের বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনজাতি কংগ্রেস নেতৃত্বরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুদিপ রায় বর্মণ টিটিএএডিসি-র উন্নয়ন ইস্যুতে সিপিআইএম ও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন। নাম না করে তিপ্রা মথা দলেরও সমালোচনা করেন তিনি বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে সাংবিধানিক দাবির সমাধানের কথা বলছে। কিন্তু তারাই তাদের দাবি কি সেটা জানে না বলে কটাক্ষ করলেন সুদীপ রায় বর্মন।

গরমের মধ্যে রাজ্যের মানুষকে ঠেলে দিয়ে বিদ্যুৎ নিগম রাজ্যের বাইরে বিদ্যুৎ বিক্রি করে দিচ্ছে। এতে মানুষের জীবন নাজেহাল। এই কথাগুলি বলার জায়গা নেই। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়া নিয়ে এ কথা বললেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে বলেন সারারাজ্যে ছড়িয়ে গেছে এই রোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিরাগত মহিলাকে চাকরি দেওয়ার প্রতিবাদে উত্তপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি প্রাঙ্গণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুহনী সংলগ্ন ইন্দিরা নগর ২ নং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে বহিরাগত মহিলাকে চাকরি দেওয়ায় প্রতিবাদে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মেলাঘর থেকে সোনামুড়া মূল সড়কের লাল মিয়া চৌমুহনী থেকে সামান্য একটু দূরে একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে। যদিও সেটি মেলাঘর দুই নম্বর ওয়ার্ড অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে পুরসভা হওয়ার সুবাদে মেলাঘর সাত নম্বর ওয়ার্ডে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি পরিবর্তন করেনি।

দীর্ঘদিন আগে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের শিক্ষিকা ও হেল্পারের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে নতুন ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয় সাত নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলাকে। শিক্ষিকার অফারকে কেন্দ্র করে কোন সমস্যা তৈরি না হলেও হেল্পার পূর্ণিমা দাসকে

নিয়োগ করা হয়েছে। এবং শনিবার যখন হেল্পার পূর্ণিমা দাস অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে প্রথম কাজে যোগদান করতে আসেন, তখন পার্শবর্তী বাড়ি ঘরের মহিলারা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তালা লাগিয়ে দেন। কারণ ওই সাত নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেলাঘর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গুরুপদ রায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের আশেপাশের কোন এক মহিলাকে বৈঠকের মাধ্যমে হেল্পারের নিয়োগের কথা বলেছিল। সেই সূত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ১০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। নবজাতক শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত টিকাকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই দেশের সার্বজনীন টীকাকরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এই বছরও আগস্ট মাস থেকে দেশব্যাপী ইন্টেন্সিফায়েড মিশন ইন্দ্র ধানুশ ৫.০ টিকাকরণ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরস্থিত ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিফায়েড মিশন ইন্দ্র ধানুশ কর্মসূচির রাজ্যভিত্তিক সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এইদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। পরবর্তী সময় শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের টিকা খাইয়ে দিয়ে মিশন ইন্দ্র ধানুশ ৫.০ টিকাকরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সুচনা

করেন মুখ্যমন্ত্রী। এইদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর আস্তা রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনা কাম্য নয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে চিকিৎসকরা পরবর্তী সময় কোন ধরনের ঝুকি নিতে চান না। ফলে গুরুতর আহত কোন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সাথে সাথে রেফার করে দেন অন্যত্র। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদেরও রোগীর পরিবারের লোকজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। হাসপাতাল গুলিকে মন্দিরের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সম্মান করতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৯৪ ▫ ৬ আগস্ট ২০২৩ ইং ▫ ২০ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এশিয়া বিশ্বকাপে বিপাকে পাকিস্তান

আইসিসি-র মোট রাজস্বের ৩৮.৪ শতাংশ পাইবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তানের ভাগ্যে ৫.৭৫ শতাংশ। কম রাজস্ব পাওয়ার জন রীতিমতো কাঁদিতেছে পাকিস্তান!২০২৩-২৭ অর্থবর্ষের জন্য আইসিসি তাহাদের নতুন যে আর্থিক বণ্টন মডেল সামনে আনিয়াছে, সেখানে দেখা যাইতেছে যে, মোট ৬০০ মিলিয়ন ডলার পুলের মধ্যে থেকে, আইসিসি-র রাজস্বের সিংহভাগই ঢুকছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পকেটে। শতকরার হিসেবে দেখিলে প্রায় ৩৮.৪ শতাংশ। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড পাইবে ৬.৮৯ শতাংশ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পাইবে ৬.২৫ শতাংশ। পাকিস্তান পাইবে ৫.৭৫ শতাংশ। হিসেব মতো যাহা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ। তবে পাক ক্রিকেট বোর্ড (ঞ্চঙ্খঙ্ক) আইসিসি-র এই বণ্টনের প্রতিবাদ করেছে। তাদের ভাগে কম পড়িয়াছে! এই মর্মেই ওয়াঘারে ওপারের ক্রিকেটীয় দেশ কান্নাকাটি শুরু করিয়াছে। বিবৃতি দিয়াই ক্ষোভপ্রকাশ করিয়াছে পিসিবি।'পাকিস্তান বোর্ড বিবৃতিতে লিখিয়াছে, "পিসিবি তাহার সাংবিধানিক অধিকারে আওয়তার মধ্যে থেকেই, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আইসিসি-র সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে নিরন্তর চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছে, যাহাতে যে-যে খাতে যতটা প্রয়োজন, সেখানে ঠিক ততটুকুই দেওয়া যায়। এর জন্য তাহারা যেখান থেকে যতটুকু তথ্য সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য কার্পণ্য করেনি। তবে যথেষ্ট তথ্যের অভাব থাকায় পিসিবি মনে করিয়াছে, যে দ্রুততায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।" অতীতের থেকে যে পিসিবি দ্বিগুণ রাজস্ব পাইতেছে।সেটাও তাহারা স্বাগত জানায়নি।" পিসিবি আরও জানাইয়াছে, "অবশেষে, বেশিরভাগ সদস্যই বিষয়টিকে স্থগিত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন এবং মডেলটি পাস করানোর পক্ষে তাহারা ভোট দিয়াছে। পিসিবি ভিন্নমতই পোষণ করিয়াছে। বাড়তি রাজস্ব পাইলে পাকিস্তান ক্রিকেটীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বেশি করিয়া বিনিয়োগ করিতে পারিত এবং নিজেদের নতুন উচ্চতায় নিয়া যাওয়ার জন্য তাহা উপকারী হইত।"

অন্যদিকে দীর্ঘ টালবাহানর পর এশিয়া কাপের ভ্যানু ও দিনক্ষণ চূড়ান্ত করিয়াছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। তেইশের এশিয়া কাপ শুরু ৩১ অগস্ট থেকে। চলিবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এই প্রথমবার পাকিস্তানের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হইবে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও নেপাল অংশ নিবে এশিয়া কাপে। যুগ্মভাবে এশিয়ার সেরা হওয়ার লড়াই আয়োজন করিবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও এশিয়া কাপের মূল আয়োজক পাকিস্তান। পাকিস্তানে হইবে চারটি ম্যাচ ও দ্বীপরাষ্ট্রে হবে ন"টি ম্যাচ। গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচের পর খেলা গড়াইবে সুপার ফোরে। সেখান থেকে ফাইনালে দুই দল। পিসিবি জানাইয়াছে যে, চলতি সপ্তাহে হাইব্রিড মডেলের সূচির ঘোষণা করিবে তাহারা।'

চ্যাম্পিয়ন মহিলা বিশ্ব তীরন্দাজদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বিশ্ব তীরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, "এটি ভারতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত কারণ আমাদের ব্যতিক্রমী কম্পাউন্ড দল বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে প্রথম স্বর্ণপদক এনে দিয়েছে। আমাদের চ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই দূর্দান্ত ফলাফল হয়েছে"।

আমরা আপনাদের বলি যে, জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, প্রনীত কৌর এবং অদিতি গোপীচাঁদ স্বামীর ভারতীয় মহিলা কম্পাউন্ড দল বার্লিনে আয়োজিত বিশ্ব তীরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩-এর ফাইনালে ম্যাক্সিকান দল, ডাফনে কুইনটেরো, এনা সোফিয়া, হার্নান্দেজ জিওন এবং আন্দ্রেয়া বেসেরাকে ২৩৫-২২৯-এ পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। আর্চারি ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে যে কোনও বিভাগে এটি ছিল ভারতের প্রথম সোনা

আগামীকাল ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০-তে অভিষেকের সম্ভাবনা যশস্বী জয়সওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪ রানে হেরে যায় ভারত। আগামীকাল, ৬ আগস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। এই ম্যাচের একাদশে দেখা যেতে পারে যশস্বী জয়সওয়ালকে।

কারন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ জিতে সমতা ফেরাতে চাইবে ভারত। তার জন্য একাদশে বদল দেখা যেতে পারে। প্রথম টি-২০ তে অভিষেকে তিলক ভার্মার নজর কেড়েছিলেন।ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন দ্বিতীয় টি-২০ তে দেখা যেতে পারে যশস্বীকে। কারন আইপিএলে তাঁর দুর্দান্ত ইনিংস গুলোর কথা ভেবে দ্বিতীয় টি-২০ তেই হয়তো যশস্বীকে সুযোগ দিতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

সুইসদের ৫-১ উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল স্পেন

অকল্যান্ড, ৫ আগস্ট(হি.স.): শনিবার অকল্যান্ড ইডেন পার্কে শেষ যোলোর ম্যাচ স্পেন মুখোমুখি হয়েছিল সুইৎজারল্যান্ড-এর। জাপানের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলের হারের ধাক্কা কাটিয়ে এদিনের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াল স্পেন। সুইসদের ৫-১ ব্যবধানে হারিয়ে পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের শেষ আটে। গোল করলেন আলবা রেডন্ডো, লাইয়া কোডিনা এবং জেনিফার হারমোসোরা। এই প্রথম বার মেয়েদের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল স্পেন।

৩৫ বছর পর এসইউসি-র সমাবেশ, ব্রিগেডের ভিড়ে সন্তুষ্ট কর্মকর্তারা

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : ১৯৮৮ সালের পর ফের ২০২৩। ৩৫ বছর পর ব্রিগেডে সমাবেশ করল এসইউসিআই। ভিড় দেখে সন্তুষ্ট দলের কর্মকর্তারা।

শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সমাবেশ হয়েছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকীর সমাপ্তি উপলক্ষে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে তো বটেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও দলীয় কর্মীরা ব্রিগেডে আসছেন বলে জানা গিয়েছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল থেকেও বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতারা এই ব্রিগেড সমাবেশে হাজির থাকবেন বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। এসইউসিআই(সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য বলেন, "সমাবেশে প্রচুর মানুষের জমায়েত হচ্ছে। এই সমাবেশ হচ্ছে আদর্শের জোরে বলীয়ান সুশৃঙ্খল জনতার গণ-সমাবেশ।

স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয় বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।

সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকণ্ঠা। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই।

যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি করেছিল ভারতের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর। কোভিড-উত্তর সময়ে এই সংস্থাটির নাম আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। এবং হাতে হাত রেখে এর মোকাবিলার জন্য টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে এই লড়াইকেও অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়।

আর একটু এগোনোর আগে দেখে নেওয়া যাক কেন এত দুশ্চিন্তা। সমীক্ষা বলছে, এনসিডি গোটা বিশ্বে প্রতি বছর চার কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটি মৃত্যুর কারণ এনসিডি। আরও ভয়ানক হল এই চার কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষের হয় অকালমৃত্যু। আর এই সংখ্যায় আমাদের অবদান? এই রোগের কারণে অকালমৃত্যুর ৮৫ শতাংশই হয় ভারতের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে! ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দাঁড়ায় এই রকম। প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে রোগগুলি তার সবকটিই এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন এনসিডি-র বলি।

ফেরা যাক আইসিএমআর সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়াবিটিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়াবিটিস সবই নাকি হতে পারে।

আর গল্পের শুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হৃদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকণ্ঠা গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান।

অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের বৈভব বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়।

এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিভেদই। অর্থাত সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক এই সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা বৈষম্যের দিকে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জীবনযাত্রার সমস্যায় এই সব রোগ বেশি হত তখন তা ছিল বিত্তের উৎপাত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে বিত্তের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার সংযোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে খরচ, তা করতে বিত্তবানেরা সক্ষম। এবং নতুন যুগে তাঁরা তা করছেনও।

উল্টো দিকে সমস্যাটা খুব জটিল। এক দিকে হল পুষ্টিকর খাদ্যের উপর অধিকারের অভাব। আর্থিক কারণে বৈষম্যের বৃহত্তর মেরুতে যাঁদের অবস্থান, তাঁদের পক্ষে যে ধরনের খাবার খেলে এই রোগের হাত থেকে বাঁচা যায় তা তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাশাপাশি, অপুষ্টিকর কিন্তু রসনা তৃপ্ত করে এমন খাবারের প্রতি বাড়তে থাকা টান। কিন্তু এটা একটা ত্রিভুজের মতো। যাঁরা আর্থিক ভাবে বলবান এবং ত্রিভুজের শীর্ষে তাঁদের জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যরক্ষা একটা বড় অংশ। মধ্যে যাঁরা, তাঁরা একদম তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের থেকে তুলনায় ভাল কিন্তু এত ভাল নয় যে জীবনযাত্রার নানান সমস্যা থেকে মুক্ত। এঁদের মধ্যে আর্থিক উন্নতি করার উচ্চাশা এবং তা পূরণ করার অক্ষমতা মানসিক অবসাদ তৈরি করছে। আর তার থেকে তৈরি হচ্ছে নানান ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ। আর এই আবর্ত প্রস্থে বেড়ে গ্রামীণ সমাজকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই রোগের আরও বড় সমস্যা হল তার চিকিৎসার খরচ। মাথায় রাখতে হবে যে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন ভারতের ৮১ শতাংশ মানুষ। তার দোসর হল উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা। এদের সামলাতে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন। ভারতে চিকিতার খরচ বাড়ছে বছরে ১৪ শতাংশ হারে। অর্থাৎ বৈষম্যের বিস্তৃত মেরুতে যাঁদের বাস তাঁদের কিন্তু ওষুধ বাবদ খরচের বহর বাড়ছে আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি হারে। আর এর থেকেও বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য।

একটা যুক্তি এখন মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর তা হল আগে দেশ বড়লোক হোক তার পর না হয় কল্যাণকামী হওয়া যাবে! কিন্তু সমীক্ষা বলছে স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতি এক টাকা খরচে দেশের লাভ সাত টাকা! অথচ ব্রাজিল যখন তার জাতীয় উতাদনের ৮.৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে, ভারতে সেই অনুপাত মাত্র ৪.২ শতাংশ!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলছে যে এই মুহূর্তে দারিদ্র্যই এনসিডি মহামারির মূল কারণ। এবং তা তৈরি করছে একটা দারিদ্র্য বাড়ানোর দুষ্ট চক্র। আইসিএমআর-ও তার সমীক্ষায় বলেছে এর আশু সমাধানের পথ খুঁজে বার না করতে পারলে দেশের ভয়ানক বিপদ। আর্থ- সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে আর তা নানান ভাবে গ্রাস করছে আমাদের সমাজকে। যার মধ্যে এনসিডি একটি। একে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে নেব, না বৈষম্য দূর করে তার সমাধান করব সেটা কিন্তু উন্নয়নের নীতির প্রশ্ন। এর উত্তর নিয়ে যত দিন বিরোধ থাকবে তত দিন এই বৈষম্য চলবেই। বর্ধিত হারেই। আর এর বলি হবে সাধারণ মানুষই।

কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে

আবুল বাসার

ইদানীং প্রায়ই শোনা যায় প্রশ্নটা কোনো কারণে হঠাৎ কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে কী ঘটবে? প্রশ্নের ধরনটা এমন যেন কুয়া, গর্ত বা খানাখন্দের মতো কৃষ্ণগহ্বরও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখানে-ওখানে ওত পেতে আছে! সে কারণেই হয়তো সবাই মহাজাগতিক এই বস্তু নিয়ে এত চিন্তিত!

প্রকৃত ঘটনা আসলে তা নয়। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের অতি রহস্যময় এক বস্তু। উদ্ভটও বলা যায়। তাই তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর থেকেই সেটা পরিণত হয়েছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমজনতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, সবার কাছে তা সমান আকর্ষণীয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংও তাঁর জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন কৃষ্ণগহ্বর গবেষণায়। সে জন্য এটিকে নিয়ে এমন উদ্ভট ও অবাস্তব প্রশ্ন ওঠে।

অবশ্য এগুলো সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই জানা বাকি। রহস্যের পর্দা খুলতে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে তাই প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা। মহাকাশের এই কালো গর্তের মধ্যে কোনো আলো বা বস্তু পড়লে কী ঘটে, সেসব জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সেগুলো থেকেও অনেকে বোঝার চেষ্টা করছেন, কৃষ্ণগহ্বরে মানুষ বা নভোচারী পড়ে গেলে কী কী ঘটতে পারে? মানুষটা কি মারা যাবে? সাধারণ গর্তের চেয়ে এই পতনের অনুভূতি কি আলাদা? সেখানে গিয়ে কি মহাবিশ্বের গভীর-গোপন কোনো রহস্য জানা যাবে? খুলে যাবে কি স্থান ও কালের রহস্যজট? মাথাটাও কি ঠিকঠাক কাজ করবে?

এসব প্রশ্নের পরীক্ষামূলক কোনো জবাব আমাদের হাতে নেই। জবাব পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়, দেখেশুনে ভালো একটি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। ব্যস, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, সেটিও বেশ কঠিন। কারণ, আমাদের সবচেয়ে কাছের কৃষ্ণগহ্বরটাও পৃথিবী থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে শিগগির পৌঁছানোর মতো নভোযান এই মুহূর্তে আমাদের নেই। অতএব তাত্ত্বিকভাবে শুধু বিষয়টি জানার চেষ্টা করা যায়। চলুন, সেটিই করা যাক।

কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে প্রথমে চোখে পড়বে, বস্তুটা আসলেই কৃষ্ণ বা কালো। মহাকাশের একটি কালো গর্ত। কারণ, সেখান থেকে কোনো আলোর কণা বা ফোটন বেরিয়ে আসে না। আবার সেখানে কোনো আলো পড়লে তা—ও আটকে গিয়ে ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনো বস্তু থেকে আলো না এলে সেটি আমাদের চোখে কালো হিসেবে ধরা পড়ে। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের চোখে কালো। অবশ্য হকিং রেডিয়েশনের কথা সত হলে, কৃষ্ণগহ্বর থেকেও কিছু আলো বিকিরিত হওয়ার কথা। সেই বিকিরণও আমাদের সাদা চোখে অদৃশ্য। কারণ, সেটি দৃশ্যমান আলো নয়। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের কাছে যে কুচকুচে কালো, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার আক্ষরিক অর্থেই একে মহাজাগতিক কুয়া বা গর্ত বলা যায়। এটা স্থানের একটি গোলক। কারণ, সেখানে যেকোনো কিছু পড়ে গেলে আজীবন সেখানেই থেকে যায়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী। এর ভেতরে পদার্থ বা বস্তু খুবই ঘনভাবে ঠাসাঠাসি বা সংকুচিত হয়ে থাকার কারণেই এগুলোর মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী।

সাধারণত বেশি ভরের বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে। যেমন পৃথিবী। পৃথিবীর সমান ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের প্রশস্ততা হবে মাত্র এক ইঞ্চি। মানে ছোট্ট একটি মার্বেলের সমান। কেউ যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান দূরত্বে থাকে এবং যদি একটি মার্বেল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্র থেকে একই দূরত্বে থাকে, তাহলে দুই ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ মহাকর্ষ অনুভব করবে। কিন্তু এগুলোর যত কাছে যেতে থাকবে, ঘটনা ঘটতে থাকবে দুই রকম। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে গেলে কোনো মহাকর্ষই অনুভব করবে না। কারণ, গোটা পৃথিবীই তখন তার চারপাশে থাকবে। তাই সব দিক থেকেই পৃথিবী তাকে সমপরিমাণে টানবে। কিন্তু মার্বেল সাইজের কৃষ্ণগহ্বরটার কাছে গেলে ঘটনা ঘটবে উল্টো। সেখানে বিপুল মহাকর্ষ অনুভূত হবে। গোটা পৃথিবীর ভর টানতে থাকবে। এটিই আসলে কৃষ্ণগহ্বরের চরিত্র। এর অতি সংকুচিত ভর তার চারপাশের সবকিছু অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ বলে টানে।

খুবই ঘনবদ্ধ ভর তার চারপাশে অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ তৈরির পাশাপাশি এর চারপাশের স্থানও চরমভাবে বিকৃত হয়ে যায়। তাই সেখান থেকে কোনো আলোও বেরোতে পারে না। চলে যায় না ফেরার এক দেশে। কৃষ্ণগহ্বরের যে বিন্দুতে আলো না ফেরার দেশে চলে যায়, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। বাংলায় 'ঘটনা দিগন্ত'। এই এলাকায় মহাকর্ষ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই সেখানকার স্থানকাল এমনভাবে বেঁকে যায়, আলো আর বেরিয়ে আসতে পারে না। মনে হবে, আলোকে পেছন দিকে টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে ব্ল্যাকহোল। আমরা জানি, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। তাই সেখানে সবকিছুকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। কোনো কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা কোথা থেকে শুরু হবে, তা ঠিক করে দেয় ওই ঘটনা দিগন্ত। এটিই কালো গোলকটার সেই ব্যাসার্ধ, যাকে আমরা বলি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল।

কৃষ্ণগহ্বরের আকৃতিও বিভিন্ন হতে পারে। সেটি নির্ভর করে কতটা ভর তার ভেতর ঘনবদ্ধ বা সংকুচিত আছে। পৃথিবীকে যদি পিষে ফেলে যথেষ্ট সংকুচিত করা সম্ভব হতো, তাহলে আমরা এমন একটি কৃষ্ণগহ্বর পেতাম, যার আকৃতি হতো মার্বেল আকারের। মার্বেলটির প্রায় এক সেন্টিমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেই আলো আর ফিরে যেতে পারত না। ভর আরও বাড়িয়ে এই দূরত্ব আরও বাড়ানো সম্ভব। যেমন সূর্যকে যথেষ্ট সংকুচিত করলে এমন কৃষ্ণগহ্বর পাওয়া যেত, যেটি মাত্র ছয় কিলোমিটার প্রশস্ত। তখন সেটি স্থানকে আরও বাঁকিয়ে ফেলতে পারত এবং তার ঘটনা দিগন্ত হতো মাত্র তিন কিলোমিটার। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেটি চলে যেত না ফেরার দেশে। বোঝা যাচ্ছে, ভর যত বেশি, কৃষ্ণগহ্বরের আকারও তত বড়।

আসলে কৃষ্ণগহ্বর কত বড় হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা নেই। এখন পর্যন্ত মহাকাশে সবচেয়ে ছোট যে কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করা গেছে, তার প্রশস্ততা প্রায় ২০ কিলোমিটার। আর সবচেয়ে বড়টার প্রশস্ততা ১০ বিলিয়ন কিলোমিটার। সত্যিকারের দানব! কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে গেলে দ্বিতীয় যে ব্যাপার চোখে পড়বে, সেটি হলো অধিকাংশ সময় সেখানে শুধু কৃষ্ণগহ্বর নয়, আরও কিছু থাকে। এর চারপাশে প্রায় সব সময় বিভিন্ন বস্তু ঘুরপাক খাচ্ছে। সেগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর পড়েও যাচ্ছে চিরতরে। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে একগাদা বস্তু পাক খায়। এসব বস্তু মিলে যে কাঠামো গড়ে তোলে, তা অ্যাক্রেশন ডিস্ক বা চাকতি। এটা গ্যাস, ধুলা ও অন্যান্য পদার্থ দিয়ে গঠিত। এসব পদার্থ হয়তো কোনো কারণে সরাসরি ভেতরে পড়ে যেতে পারেনি, বরং সেগুলো একটি কক্ষপথ মেনে অনবরত পাক খাচ্ছে। এগুলো আসলে ভেতরে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। ছোট কৃষ্ণগহ্বরের এই চাকতি হয়তো আহামরি কিছু নয়, কিন্তু অতিভারী বা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। ভয়ংকর সুন্দর সেটা! এসব গ্যাস, ধুলা আর পদার্থ অতি দ্রুতবেগে ঘুরছে। তাতে বস্তু ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে বিপুল শক্তি নিঃসৃত হচ্ছে। এভাবে তৈরি হতে পারে মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আলোক উৎস, যেগুলো কোয়াসি স্টার বা কোয়েসার নামে পরিচিত। এগুলো মাঝেমধ্যে কোনো কোনো গ্যালাক্সির সব কটি নক্ষত্রের মিলিত আলোর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ উজ্জ্বল হতে পারে।

তবে আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে, সব কৃষ্ণগহ্বরে কোয়েসার তৈরি হয় না। কারণ, এ রকম নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করার জন্য বেশির ভাগ সময় অ্যাক্রেশন ডিস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ পদার্থপূর্ণ বা উপযুক্ত অবস্থায় থাকে না। আপনার সৌভাগ্য এ জন্য যে সে রকম নাটকীয় কিছু ঘটলে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে যাওয়ার আগেই আপনি সম্ভবত মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতেন দুম করে। স্রেফ বাষ্পীভূত হয়ে যাবেন। কাজেই কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তার অ্যাক্রেশন ডিস্কটা তুলনামূলক শান্তশিষ্ট কি না, তা একবার খোঁজ নেওয়া ভালো। অন্যদিকে স্টিফেন হকিংয়ের পরামর্শ হলো, ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছোটগুলোর তুলনায় বড় ধরনের কৃষ্ণগহ্বর বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু কেন?

২

কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দিলে মানুষ মারা যাবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে অনেকের। আসলে উঁচু কোনো জায়গা থেকে (যেমন কোনো বিল্ডিং বা কোনো প্লেন থেকে) পড়ে গেলেই মৃত্যুর ভাবনা আসা স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে শুধু মহাকর্ষকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আসলে শুধু ওপর থেকে পতনের কারণে নয়, পতনের পরের আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে পতনই আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর মহাকর্ষ শুধু আপনাকে টানেই না, দেহটাও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। মনে রাখতে হবে, ভরযুক্ত বস্তুর দূরত্বের ওপর মহাকর্ষ নির্ভরশীল। আপনি যখন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন আপনার পায়ের ওপর মাথার চেয়ে বেশি মহাকর্ষ টান থাকে। পার্থক্যটা খুব সামান্য বলে তা বোঝা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর ব্যাপারটা বোঝা যায় জোরালোভাবে। সেটা বিপদও ডেকে আনতে পারে।

অতি ভারী কোনো কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে পা ও মাথায় মহাকর্ষের পার্থক্য বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একসময় তফাতটা এতই বেশি হবে যে সেটা আপনাকে টেনে স্প্যাগেটি বা সেমাইয়ের মতো লম্বা বানিয়ে ফেলতে পারে। একে বলা হয় স্প্যাগেটিফিকেশন বা সেমাইকরণ। এ প্রক্রিয়ার শেষে আপনাকে ছিঁড়ে ছিন্নবিছিন্ন করে ফেলতে পারে। এই বিন্দুকে ধরা যাক, স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বা সেমাইকরণ বিন্দু। এখান থেকে আলোও চলে যায় না ফেরার দেশে। তাই সেখান থেকে আপনার পক্ষেও আর ফিরে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কৃষ্ণগহ্বরে পতনের কোন পর্যায়ে বা কোন বিন্দুতে আপনি স্প্যাগেটিফায়েড হবেন, তা নির্ভর করে কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ওপর। সূত্রমতে, কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ঘনমূলের সমানুপাতে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়। আর কৃষ্ণগহ্বরের ভরের সঙ্গে সীমানার সম্পর্ক রৈখিক। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটা কম ভরের হলে তার ঘটনা দিগন্তের চেয়ে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বড় হবে। তখন ওই কৃষ্ণগহ্বরের ওই বিন্দু হবে ঘটনা দিগন্ত বা সীমানার বাইরে। কিন্তু দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের এই বিন্দু বেশ ছোট এবং তা সীমানার ভেতরেই থাকে। যেমন সূর্যের চেয়ে ১০ লাখ গুণ বেশি ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ লাখ কিলোমিটার। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে ২৪ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে না আসা পর্যন্ত সেটা কাউকে সেমাই বানাতে পারবে না। *ক্রমশঃ*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান : দক্ষিণ হাইলাকান্দি ও কাটলিছড়া ব্লকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : নেশামুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলায় গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া অভিযানের অঙ্গ হিসেবে হাইলাকান্দি জেলার পাঁচটি উন্নয়ন খণ্ডে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের করা হবে। আজ শনিবার কাটলিছড়া উন্নয়ন খণ্ড এবং দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খন্ডে এই শোভা যাত্রা বের করা হয়। কাটলিছড়ার শোভাযাত্রাটি সকাল ১০টায় চার্লমার্স হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাঠ থেকে কাটলিছড়া বাজার, পুলিশ স্টেশন হয়ে এলেন চার্লমার্স এমই স্কুলে গিয়ে শেষ হয়।

দক্ষিণ হাইলাকান্দির শোভাযাত্রাটি সকাল সাড়ে দশটায় মণিপুর আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়। এর পর মণিপুর বাজার, মণিপুর হাইস্কুল হয়ে পুনরায় মনিপুর আদর্শ বিদ্যালয়ে গিয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।

অনুরূপভাবে আগামী ৭ আগস্ট অর্থাৎ সোমবার হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ড এবং আলগাপুর উন্নয়ন খণ্ডের শোভাযাত্রা দুটি বের করা হবে। সকাল সাড়ে দশটায় হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডের শোভাযাত্রাটি এসকে দেব হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে শুরু হয়ে শিরিশপুর বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের বাংলো পরিক্রমা করবে। আলগাপুরের শোভাযাত্রাটি সকাল সাড়ে ১০টায় আলগাপুরে বের করা হবে।

লালা উন্নয়ন খণ্ডের শোভাযাত্রাটি মঙ্গলবার অর্থাৎ ৮ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় আমালা বাজার থেকে আয়নারখাল পয়েন্ট হয়ে মনাছড়ার ব্লক হেডকোয়ার্টারে গিয়ে শেষ হবে।

এদিকে নেশামুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলায় স্বাস্থ্যরথ বের করার পাশাপাশি প্রচারপত্র বিলি করা হবে। জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে ডিজিটাল ব্যানার প্রতিস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে গত বৃহস্পতিবার জেলার হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে নেশা বিরোধী শপথগ্রহণ করা হয়েছে।

জেলার কলেজগুলি থেকে ৩৪ জন মাস্টার ভলান্টিয়ার বাছাই করে অভিযানকে জোরদার করতে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাসন্তীতে খাল থেকে উদ্ধার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ

বাসন্তী ৫ আগস্ট (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে খালের জলে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার। শুক্রবার খালের জলে এক যুবকের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রঞ্জিত মাঝি (৬২)। রঞ্জিত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুমগড় গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঞ্জিত গ্রামে কোনও সে অর্থে কাজ পাননি। বাধ্য হয়েই অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যান। বৃহস্পতিবারই বাড়িতে ফিরেছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, বাজার করার জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়িতে ফেরেননি তিনি। পরিবারের সদস্যরা এর পর এলাকায় খোঁজ শুরু করেন। বাজার-সহ সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ করেন পরিবারের সদস্যরা। না পেয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করেন। শুক্রবার চুনাখালি হাটখোলা সংলগ্ন খালে এক যুবকের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। তারপর তাঁরা পরিবারের খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা গিয়ে দেহ শনাক্ত করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বাসন্তী থানার পুলিশ। দেহটি রঞ্জিতের পরিবারের লোকজন শনাক্ত করেন। তবে এটি খুন না জলে ডুবে মৃত্যু, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নীতীন দেশাইয়ের রহস্যমৃত্যুতে ঋণদাতা সংস্থার ৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

মুম্বইয়ের জনপ্রিয় আর্ট ডিরেক্টর নীতীন দেশাইয়ের রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর মোড়! আগেই নীতীন দেশাইয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে ঋণদাতা সংস্থা এডেলওয়েসিস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানির ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নীতীনের আর্থিক উপদেষ্টাকেও জেরার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। এবার এফআইআর দায়ের হল ঋণদাতা সংস্থার পাঁচ জনের বিরুদ্ধে।

এডেলওয়েসিস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি চেয়ারম্যান রাশেস শাহ, কেউর মেহেতা, স্মিথ শাহ, আরকে বনশাল এবং জিতেন্দ্র কোটরির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ (আত্মহত্যার প্ররোচনা), ৩৪ (সাধারণ উদ্দেশ্য)- এই ধারায় খালাপুর পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন নীতীন দেশাইয়ের স্ত্রী নেহা দেশাই।

সেই অভিযোগনামায় দাবি করা হয়েছে, নীতীন দেশাইয়ের স্টুডিও যখন রমরমিয়ে চলছিল, তখন এডেলওয়েসিস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন সংস্থার তরফেই তাঁর কাছে বিরাট অঙ্কের লোন দেওয়ার প্রস্তাব আসে। পরে কোভিড-কালীন লকডাউনে যখন নীতীনের ব্যবসার হাল পড়ে যায়, তখন ওই সংস্থা টাকা শোধ করার জন্য মারাত্মক চাপ দিতে থাকে তাঁকে। যদিও ওই সংস্থার দাবি, কোনওরকম চাপ দেওয়া হয়নি টাকা শোধ করার জন্য। পালটা ওই সংস্থার তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে নীতীনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, 'লগান', 'যোধা আকবর' খ্যাত নীতিনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে, ২৫২ কোটি টাকা ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাকেই মৃত্যুর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে বুধবার আত্মহত্যার আগে ১১টি অডিও মেসেজ রেকর্ড করেছিলেন নীতীন। সেই অডিও রেকর্ডার ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছিল, যাদের চাপে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন তাঁদের নাম ওই অডিও বার্তায় উল্লেখ আছে। তবে ফরেনসিক ল্যাব থেকে রিপোর্ট এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত নাম প্রকাশ করা হবে না। এবার প্রয়াত আর্ট ডিরেক্টরের স্ত্রী নেহা ঋণদাতা সংস্থার পাঁচ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন।গতবছর এনডি স্টুডিওর মালিক নীতীন ২৫২ কোটির সেট সংক্রান্ত একটি মামলা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালে হেরে গিয়েছিলেন। ৫২ একরজুড়ে স্টুডিও বানানোর ঋণের বোঝা ১৮০ কোটি টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে ২৫২ কোটিতে পৌঁছেছিল। এই সেটেই শুটিং হয় বিখ্যাত টেলিভিশন শো 'বিগ বস'-এর।প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের কাছে কারজাটে যে স্টুডিওর ভিতরে , বলিউডের একের পর এক হিট ছবির সেট বানিয়েছিলেন, নিজের তৈরি সেই এনডি স্টুডিওতেই শুক্রবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল নীতীন দেশাইয়ের। ছক ভেঙে তাঁর কন্যা মরদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন। শেষকৃত্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমির খান, মধুর ভান্ডারকর, সোনালি কুলকার্নিরা। তবে বলিউডের তরফে আর কোনও তাবড় সেলেবকে দেখা যায়নি নীতীন দেশাইয়ের মতো আর্ট ডিরেক্টরের শেষকৃত্যে।

জেহাদিদের হাতেই খতম ইসলামিক স্টেটের প্রধান

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : শীর্ষনেতা আবু আল-হুসেইন আল-হুসেইনি আল-কুরেশির মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের নতুন প্রধান হচ্ছেন আবু হাফস আল-হাশিমি আল-কুরেশি। গত ৩ আগস্ট উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে হায়াত তাহরির আল-শাম জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে আবু আল-হুসেইন আল-হুসেইনি আল-কুরেশির মৃত্যু হয়। ইসলামিক স্টেট সংগঠনের তরফেই খবরটি জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন প্রধানের নামও ঘোষণা করেছে আইএস। আইএস প্রতিষ্ঠা হওয়ার আবু আল-হুসেইন আল-হুসেইনি আল-কুরেশি ছিল পঞ্চম শীর্ষনেতা। তাঁর মৃত্যুর খবর এর আগেও প্রকাশ্যে এসেছিল। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ইসলামিক স্টেটের শীর্ষনেতার মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান। যদিও সেই সময় এরদোগানের দাবি নস্যাৎ করা হয়েছিল জঙ্গি সংগঠনের তরফে।

বলে রাখা ভাল, দীর্ঘদিন ধরেই সিরিয়ার সুন্নি জঙ্গি সংগঠন তাহরির আল-শামের সঙ্গে আধিপত্যের লড়াই চলছে ইসলামিক স্টেটের। সিরিয়ার বাশার আল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে তাহরির। এক সময় আল কায়দার শাখা সংগঠন হয়ে থাকলেও, ২০১৬ সালে পৃথক পথে চলতে শুরু করে। উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় নিজেদের রাশ মজবুত করেছে তাহরির আল-শাম। নিজের এলাকায় ইসলামিক স্টেটকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তারা।

প্রসঙ্গত, গত বছর সিরিয়ার ইদলিব শহরে মার্কিন ফৌজের এক অভিযানে মৃত্যু হয় তৎকালীন আইএস প্রধান আবু ইব্রাহিম আল-হাশেমি আল-কুরেশি এবং আইএস মুখপাত্র আবু হামজা আল-কুরেশির। তারপরই আবু আল-হাসান আল-হাশিমি আল-কুরেশিকে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করে সংগঠনটি। তার মৃত্যুর পর দলের রাশ ধরে আবু আল-হুসেইন আল-হুসেইনি আল-কুরেশি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে সিরিয়ার ইদলিব শহরে মার্কিন 'ডেল্টা ফোর্স'-এর গোপন অভিযানে খতম হয় আইএসের প্রথম সুপ্রিম লিডার আবু বকর আল বাগদাদির। ২০১৭ সেলে ইরাকে পরাজিত হয় ইসলামিক স্টেট। তবে হারলেও এখনও যথেষ্ট শক্তি ধরে সংগঠনটি।

কেন্দ্রের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে মাওবাদী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে : অমিত শাহ

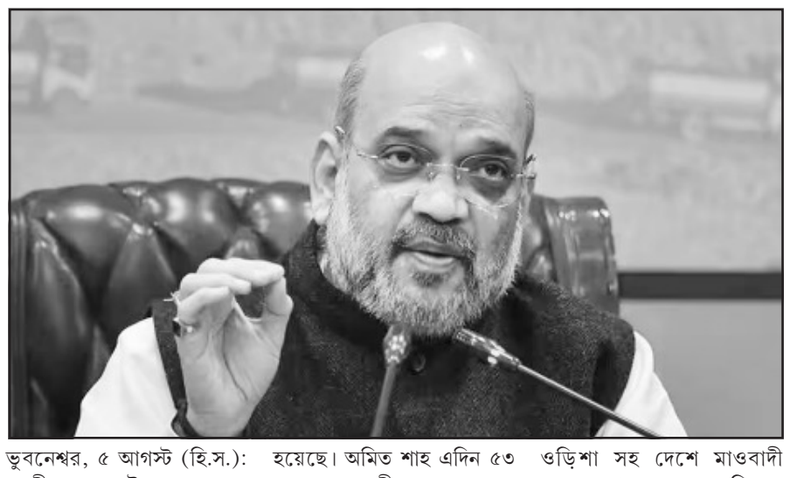

ভুবনেশ্বর, ৫ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় সড়ক উন্নয়নের সঙ্গে দেশের উন্নয়ন ও ভাগ্য সরাসরি জড়িত। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালে ভুবনেশ্বরের লোকসেবা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কেন্দ্রের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে মাওবাদী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অমিত শাহ এদিন ৫৩ নম্বর জাতীয় সড়কের কামাখ্যানগর-ডুবুরি সেকশনের ৪-লেনের এবং কালাহান্ডি জেলার মোটর থেকে ব্যানার লাদুগাঁও রোডকে প্রশস্ত ও শক্তিশালী করার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ৯ বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে। অমিত শাহ বলেন, কেন্দ্রের সক্রিয় পদক্ষেপের কারণে ওড়িশা সহ দেশে মাওবাদী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাওবাদী কার্যকলাপের ইস্যুতে ওড়িশা সরকার সবসময়ই কেন্দ্রকে সমর্থন করেছে। তিনি বিপর্যয় মোকাবিলায় একটি রোল মডেল হওয়ার জন্য এবং মাওবাদী কার্যকলাপের জন্য ওড়িশা সরকারের প্রশংসা করেন।

লোককল্যাণ দিবসে হাইলাকান্দিতে তিন সরকারি কর্মচারীকে লোকসেবা পুরস্কার

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায়ও শনিবার লোককল্যাণ দিবস পালন করা হয়েছে। অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈর স্মরণে দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সরকারি কাজে নিরবচ্ছিন্ন অবদানের জন্য জেলার তিন কর্মচারীকে জেলা পর্যায়ের লোকসেবা ('কর্মশ্রী') পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

জেলা শাসক নিসর্গ হিভারে তাঁদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে জেলা কমিশনার নিসর্গ হিভারে সব সরকারি কর্মচারীদের নিরলস কাজকর্মের প্রশংসা করে বলেন, যাঁদেরকে এখন পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হয়নি তাঁদের অবদানও সরকারি কাজে কম নয়। পুরস্কৃত সরকারি কর্মচারীরা যথাক্রমে জেলা কমিশনার কার্যালয়ের স্টেনোগ্রাফার বিলাল আহমেদ লস্কর, জেলা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয়ের সহায়ক দেবজ্যোতি অর্জুন এবং জেলা পরিষদের ট্যাক্স কালেক্টর বাহাদুর ছেত্রী।

পুরস্কার হিসেবে এই তিন সরকারি কর্মচারীকে তাঁদের অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা এবং একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁদের চাকরির মেয়াদ অতিরিক্ত এক বছর বর্ধিত হবে। সভায় এডিসি জ্যোতির্ময় দৈমারি এবং সুনীতা ছেত্রী প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। সভার শুরুতে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

পঞ্চায়েত প্রধানের পদ নিয়ে অশান্তি বারাসতে

উত্তর ২৪ পরগণা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : পঞ্চায়েত প্রধানের পদের দাবিতে বারাসতের শাসনের বিক্ষোভ দেখাল একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক। ঠিক হওয়া প্রার্থীর বদলে, ব্লক নেতৃত্ব অন্য কাউকে প্রধান করতে চাওয়াকে কেন্দ্র করেই সমস্যার সূত্রপাত। শনিবার বারাসত ২ নম্বর ব্লকের কীর্তিপুর এক নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কার্যালয়ে ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় শাসলকদলের কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

বারাসত ২ ব্লকের কীর্তিপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ এবার তফশিলী উপজাতি (এসসি) সংরক্ষিত। ভোটের আগে বারাসত ২ ব্লকের শম্ভু ঘোষের নেতৃত্বে কীর্তিপুর এক নম্বর অঞ্চল নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এবার এসসি অধ্যুষিত বাদা গ্রাম থেকে প্রধান হবে। ওই গ্রামের তৃণমূলের থেকে কৃষ্ণা পাত্র জয়ী হয়েছেন। ভোটে জয়লাভের পর বিজয় মিছিল হয়। কিন্তু বারাসাত ২ ব্লক নেতৃত্বর নির্দেশে এখন চৌমুহা গ্রামের পদ্মরাজ পাড়া থেকে প্রধান হবে। এই নির্দেশ আসার পরেই খড়িবাড়ি তৃণমূল কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বাদা গ্রামের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

তাদের দাবি, ভোটের আগে থেকেই বলা হয়েছে বাদা গ্রামে এস সি প্রার্থী কীর্তিপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হবেন। কিন্তু হঠাৎই রাতারাতি ব্লক নেতৃত্ব অন্য কাউকে প্রধান করতে চাইছে। আর তা মানতে চাইছে না বাদা এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বাদা গ্রামের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কীর্তিপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পার্টি অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় পরবর্তীতে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক অফিসের তৃণমূল কার্যালয় সেখানে গিয়েও বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

বেহালাকাণ্ডে অভিযোগের তির হকারদের দিকেও

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বেহালায় শুক্রবার সকালের পথদুর্ঘটনার ব্যাপারে যাত্রীদের অনেকেই দায়ী করছেন ফুটপাথের হকারদের। গোটা শহরের একটা বড় অংশের ফুটপাথ চলে গিয়েছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দখলদারদের কবলে। ফলে পথচারী হাঁটছে রাস্তা দিয়ে।

বেহালায় বিভিন্ন ফুটপাত এবং রাস্তা ঘিরে চলা ব্যবসার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা তরুন রায় বললেন, "এই সব কিছু হল ওই বাচ্চাটার প্রাণ দেওয়ার পর। আগেভাগে প্রশাসন তৎপর থাকলে ওই ধরনের দুর্ঘটনা কখনওই ঘটত না।" তিনি যোগ করেন, "ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা যায় না। তার অর্ধেকেরও বেশি দখল। রাস্তায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণেও অনীহা। আজ তেমন ছবি নয়, কিন্তু দু'দিন পরই আবার সেই ছবি ফিরবে না তো?" মূলত ফুটপাথ এবং রাস্তার সংযোগস্থলে যে জায়গা দিয়ে পথচারীরা রাস্তা পারাপার করেন, সেখানে ড্রপ গেট লাগানো হয়েছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচলের সময় বন্ধ থাকছে ড্রপ গেট। পুলিশকর্তারা মনে করছেন, ড্রপ গেটের ব্যবহার সঠিক ভাবে করা গেলে দুর্ঘটনা কমবে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে এই বেহালা চৌরাস্তার কাছেই এক মায়ের কোল খালি করেছিল ঘাতক লরি। লরির চাকা পিষে দিয়ে চলে গিয়েছিল বড়িশা হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সৌরনীল সরকারের দেহ। লরির ধাক্কায় আহত সৌরনীলের বাবা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাদুরাইয়ে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার তামিল অভিনেতার দেহ

তামিল অভিনেতা মোহনের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য দাক্ষিণাত্যের চলচ্চিত্র জগতে। কমল হাসানের মতো সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করেছেন মোহন। মাদুরাইয়ের রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় বলে খবর। 'আপ্পু রাজা' সিনেমায় কমল হাসানের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মোহন। তারপর 'নান কাদাভুল', 'অথিসায়া মণিথারগাল'-এর মতো একাধিক সিনেমায় পার্শ অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু ষাট বছরের অভিনেতার বেশিদিন কাজ জোটেনি। গ্ল্যামার জগতে টিকতে না পেরে গ্রামের বাড়িতে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

শোনা যায়, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মোহনের আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। খুবই কষ্টে দিন দিন কাটাচ্ছিলেন। তবে কী কারণে অভিনেতার মৃত্যু? তিনি কি আত্মহত্যা করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানা যায়নি। আপাতত স্থানীয় হাসপাতালে রাখা হয়েছে মোহনের দেহ। ময়নাতদন্তের পর অভিনেতার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সাধারণ নাগরিকরা স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন

শ্রীনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের চার বছর পরে, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে, তরুণ প্রজন্ম নিজেদের ডানা মেলে উড়তে পারছেন। মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

শনিবার শ্রীনগরে এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, এখন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি নাগরিক শান্তিতে বসবাস করছে। রাস্তায় বিক্ষোভ, বছরে ১৫০ দিন স্কুল, কলেজ বন্ধ, পাথর নিক্ষেপ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ শেষ হয়েছে। এখন যুবকরা গিটার ধরে এবং রিভারফ্রন্টে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর পরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

বৃহন্নলার চরিত্রে অভিনয় করে হেনস্তার শিকার সুস্মিতা সেন

প্রান্তিক মানুষদের হয়ে গৌরী সাওয়ান্ত চোয়াল শক্ত করে যে লড়াইটা লড়ে গিয়েছেন, সেই ঘটনাই ওয়েব সিরিজে তুলে ধরবেন অভিনেত্রী প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন। 'তালি'র পয়লা ঝলকেই নিজের ঝাঁজ বুঝিয়ে দিয়েছেন সুস্মিতা সেন। কিন্তু এই সিরিজের পোস্টারে বৃহন্নলার ভূমিকায় সুস্মিতা সেন যখন প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল, তখন সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয় নায়িকাকে। ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।

সুস্মিতা জানান, সিরিজের পোস্টারে শুধু আমার মুখ আর তালির ছবি ছিল। আমার মনে আছে, শুধুমাত্র এটুকু দেখেই আমার কমেন্ট বক্সে উপচে পড়েছিল ঘৃণাভরা মন্তব্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় তো বেনামি প্রোফাইলের ছড়াছড়ি। সেগুলো থেকেই 'তালি'তে আমার লুক দেখে 'এই ছক্কা' বলে আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা শুধুমাত্র সুস্মিতার জীবনে প্রভাব ফেলেই ক্ষান্ত থাকেনি, এহেন নেতিবাচক কমেন্ট পড়ে মানসিকভাবে কতটা আঘাত পেয়েছিলেন সুস্মিতা? সেকথাও জানান তিনি। অভিনেত্রীর শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল, নিত্যদিন ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিকে তাহলে কীরকম হেনস্তার শিকার হতে হয়! সুস্মিতা সেন বলেন, যেহেতু আমার টাইমলাইনে এসমস্ত লেখা হচ্ছিল, তাই বিষয়টাকে ভীষণই ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে ফেলেছিলাম। অবশ্যই যারা কটাক্ষ করেছিল, তাদের সকলকে ব্লক করে দিই। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র গৌরী সাওয়ান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেই যদি আমাকে এহেন কটু কথা শুনতে হয়, তাহলে ওঁরা তো প্রতিটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমন মুহূর্ত কাটান।

প্রসঙ্গত, 'তালি' সিরিজে কিন্নর সমাজকর্মী গৌরী সাওয়ান্তের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রাক্তন ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী। পুণেতে গণেশ নামে জন্ম হয়েছিল গৌরী সাওয়ান্তের। তাঁর বাবা ছিলেন কড়া পুলিশকর্মী। অল্প বয়সেই মাকে হারান। ঠাকুমা তাঁকে বড় করে তোলেন। তাঁর কারণে বাবার কষ্ট হোক, চাননি বলেই আঠেরো বছর বয়সে বাড়ি ছাড়েন তিনি।

সোজা মুম্বইয়ে চলে আসেন গৌরী। সেখানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। নানা সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন গৌরী। রূপান্তরিত, রূপান্তরকামী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যাতে শিশুদের দত্তক নেওয়ার অধিকার পান। সেই লড়াইয়ের অংশীদার হন তিনি। নিজে এক শিশুকন্যাকে দত্তক নেন। গৌরী সাওয়ান্তের মতো সেই বলিষ্ঠ চরিত্রই এবার রবি যাদবের হাত ধরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে।

তিন কৃতি তীরন্দাজকে শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : কমপাউন্ড তিরন্দাজিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের মহিলারা। জার্মানির বার্লিনে আয়োজিত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম বার সোনা জিতলেন তাঁরা। ভারতীয় দলে ছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পরনীত কৌর এবং অদিতি গোপীচন্দ স্বামী।

কৃতি তিন জনকে শনিবার টুইটারে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, "ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত! বার্লিনের আর্চারি ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম সোনা জেতার জন্য জ্যোতি সুরেখা, পরনীত কৌর এবং অদিতি গোপীচাঁদ স্বামীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের নিরলস নিবেদন এবং অটল পরিশ্রম আমাদের হৃদয়কে সীমাহীন গর্বে পূর্ণ করে। আপনারা কেবল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই আবির্ভূত হননি, আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছেন!

তিরন্দাজির দলগত প্রতিযোগিতায় এর আগে ভারত কখনও সোনা জিততে পারেনি। ফাইনালে তাঁরা ২৩৫-২২৯ ব্যবধানে হারিয়েছেন মেক্সিকোকে।

প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিল ভারতের মহিলা কমপাউন্ড দল। প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্ক এবং কোয়ার্টার ফাইনালে চাইনিজ তাইপেকে হারায় ভারতীয় দল। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলম্বিয়া। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ভারত জিতেছিল ২২০-২১৬ পয়েন্টে। তার পর ফাইনালেও ফেভারিট মেক্সিকোকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন জ্যোতি, পরনীত, অদিতিরা।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতার অভিযোগ ছিলই। তাতে অস্বস্তি বাড়িয়েছিল উপাচার্যের নিয়োগের বৈধতা ঘিরে প্রশ্ন তুলে রাজভবনের চিঠি। এই দুই অভিযোগকে সামনে রেখে শনিবার স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির চিকিৎসক সেল। বিজেপির অভিযোগ, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের নেতৃত্বে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, চলছে স্বজনপোষণ। ইতিমধ্যেই আবার রাজভবন থেকে উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উপাচার্য কেন পদত্যাগ করবেন না সেই কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে রাজ্যপাল তথা আচার্যদের তরফে। কেন এখনও পদত্যাগ করছেন উপাচার্য সেই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভে সামিল বিজেপি। যখন এই বিক্ষোভ চলছে তখন এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক চলছে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছুটির দিনে কেন বৈঠক? উপাচার্য সুহৃতা পালকে আড়াল করতেই কী ছুটির দিনে বৈঠক? এই সব প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভকারীরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষার মরসুমে খুদেকে সংক্রমণের হাত থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন?

রাজ্য জুড়ে ফের বাড়ছে ডেঙ্গির চোখরাঙানি। গত জুলাই থেকে প্রায় এক মাসে এ নিয়ে মশাবাহিত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দশ। সেই তালিকায় রয়েছেন, বৃদ্ধ থেকে শিশু সকলেই। এই সময় শিশুদের জ্বর হলে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্কতা নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের জ্বর হলে গড়িমসি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের নির্দেশে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসকের বক্তব্য, শিশুদের জ্বরে বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ বিশেষ করে আইব্রুফেন দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ডেঙ্গি হলে আইব্রুফেন হেমোরেজের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। জ্বর যদি বেশি হয়, তখন মাথায় জলপট্টি দিতে হবে এবং ঈষদুষ্ণ জলে গা-হাত-পা স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া দরকার। এ সময়ে জ্বর, সর্দি, পেটে ব্যথা দিয়ে রোগের সূত্রপাত। এই অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই সময়ে শিশুদের যাতে

ডিহাইড্রেশন না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও জলীয় খাবার দিতে হবে। নিয়ম করে রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা পরীক্ষা করাতে হবে। তবে যদি বমি হয়, তা হলে শিশুকে ভর্তি করার দরকার হতে পারে। যদি জ্বরের মধ্যে শিশুদের প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় (দিনে ৭/৮ বারের কম প্রস্রাব হয়) তা হলে ঝুঁকি না নিয়ে খুদেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। এর সঙ্গে যদি শিশুটি জানায় যে, বুকে বা পেটে ব্যথা করছে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার।

শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে।

সংক্রমণ এড়ানোর উপায় কী?

১) বাড়িতেই হোক কিংবা বাড়ির বাইরে বেরোলেই শিশুদের মশা তাড়ানোর ক্রিম গায়ে মাখিয়ে রাখুন, ফুলহাতা জামা আর ফুল ট্রাউজার পরিয়ে রাখুন।

২) যত অনভ্যাসই থাক, শিশু আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বর্ষার ক'দিন মশারির ভিতর ঘুমোনোর অভ্যাস করুন।

৩) জল সে নোংরা হোক বা পরিষ্কার, কিছুতেই জমে থাকতে দেবেন না। জলের বালতি ঢেকে রাখুন। বাড়ির চারপাশে যেন কোনও ভাবেই জল না জমতে পারে সে দিকে কড়া নজর রাখুন। প্রয়োজনে কর্পোরেশন, স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সত্বর। জানলায় মশা আটকানোর নেট লাগিয়ে রাখুন।

৪) ভেষজ কোনও কোনও ধূপেও মশা যায়। সে সব প্রয়োগ করতেই পারেন বাড়িতে। বাড়িতে মশা নিরোধক তেল ব্যবহারের আগে চিকিৎকের পরামর্শ নিন। মশা তাড়ানোর জন্য কর্পূর জ্বালিয়ে রাখতে পারেন বাড়িতে। ইউক্যালিপটাস, তুলসী, লেমনগ্রাস এই সব গাছ কিনে বাড়িতে রাখতে পারেন, এদের গন্ধে মশা দূরে থাকে।

৫) শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে। খুদেকে বেশি করে ব্রকোলি, দই, টকজাতীয় ফল, পালংশাক, বাদাম খাওয়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, খুদে যেন বেশি করে জল খায় সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

ব্যথার উপশমে কাপিং থেরাপি

উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার জনপ্রিয় এক তারকা। তাঁর পিঠের উপরে বসানো রয়েছে ছোট ছোট কাপের আকৃতির কয়েকটি কাচের পাত্র। সম্প্রতি এমনই একটি ছবি ঘুরছিল সমাজমাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সব কাচের পাত্রগুলি কী এবং সেগুলি কেন পিঠে বসানো, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

ফিজিয়োথেরাপিস্টরা জানাচ্ছেন, দেহের কোনও অংশে এই ভাবে ছোট ছোট পাত্র বসানো আসলে এক ধরনের থেরাপির অঙ্গ।

প্রাচীন চিন, ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যে এর চল ছিল। বর্তমানে এই কাপিং থেরাপি আবার জনপ্রিয় হচ্ছে।

কাপিংয়ের ব্যবহার

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৌমেন দাস জানাচ্ছেন, মূলত ব্যথা কমানোর জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, দেহের কোনও অংশে শক্ত হয়ে থাকা পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নমনীয়তা ফেরাতেও কাপিং উপযোগী। অ্যাকনে, একজিমার মতো ত্বকের সমস্যা, দেহে ইনফ্লামেশন, ভ্যারিকোজ ভেন থেকে উপশম মিলতে পারে এই পদ্ধতিতে। তা ছাড়া, এটির মাধ্যমে ডিপ টিসু মাসাজও সম্ভব।

কী ভাবে হয় কাপিং

থেরাপির নাম থেকেই স্পষ্ট, এতে কাপের মতো পাত্রের ভূমিকাই প্রধান। এই কাপ হতে পারে বিভিন্ন আকারের। সাধারণত এগুলি কাচ, মাটি, ধাতু বা বাঁশের তৈরি হয়। মূলত কাপের মধ্যে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম) তৈরি করে সেগুলি দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্টো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাপগুলি চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে যায়। এই ভাবে সেগুলি রেখে দেওয়া হয় তিন-চার মিনিট। এর ফলে ওই অংশের শিরাগুলি ফুলে ওঠে, রক্ত চলাচল বাড়ে সেখানে। এর পরে কাপগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাপ ব্যবহার করেন থেরাপিস্ট। এ সব ক্ষেত্রে কাপের মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি করতে আগুনের ব্যবহার করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সময়েই ব্যবহার করা হয় পাম্প কাপ। এতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপের ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, সিলিকন কাপের ব্যবহার করলে সেগুলি সহজেই ত্বকের উপর দিয়ে টেনে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়। ডিপ টিসু মাসাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ছাড়াও ওয়েট কাপিং নামে একটি পদ্ধতির চল রয়েছে। এতে কাপ বসানোরকিছু ক্ষণ পরে সেগুলি সরিয়েনেওয়া হয়। এর পরে ফুলে ওঠা অংশে ধারালো কিছু দিয়ে অগভীর ভাবে কেটে সামান্য রক্ত বার করে নেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে দেহের টক্সিন সহজেই বেরিয়ে যায়। এর পরে আবার কাপ বসানো হয়। পরে ওই অংশে ওষুধ লাগিয়েহাল্কা করে টেপ বা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়।

কারা করাতে পারেন

এই থেরাপি মূলত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত বা ফিটনেসপ্রেমীরা

করিয়ে থাকেন। তবে দ্রুত ব্যথামুক্তির জন্য সকলেই করাতে পারেন এটি। রিউম্যাটিক, অ্যানিমিক রোগীরা, ত্বকের সমস্যা বা মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা, সকলেই উপকার পেতে পারেন এই থেরাপিতে। যাঁরা দ্রুত ব্যথার উপশম চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত এই থেরাপি।

কী কী সাবধানতা দরকার

কাপিং সাধারণত নিরাপদ হলেও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ফিজিয়োথেরাপিস্ট অতনু হালদার বললেন, "কাপ দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরির জেরে থেরাপির পরে ত্বকের উপরে গোল দাগ বেশ কিছু দিন থাকে। যাঁরা এই থেরাপি করাতে যাবেন, তাঁদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। থেরাপিস্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাওয়া উচিত। কারণ, এর জন্য মানবদেহে পেশি, রক্তবাহী শিরা-ধমনীর অবস্থান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়েট কাপিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি দরকার, কারণ এতে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্যবহৃত কাপ ও অন্য জিনিস ঠিক মতো জীবাণুমুক্ত করা কি না, খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকে।" এ ছাড়া, কাপ বসানোর সময়ে ব্যথা বা ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। অতনু জানান, কাপের ভ্যাকুয়ামের চাপ সহ্য করার জন্য কারও ত্বক উপযুক্ত কি না, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে থেরাপিস্টকে।

কত দিন দরকার

সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সেশনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক করেন থেরাপিস্ট। সাধারণত, তিন-চারটি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রথম বার থেকেই ফল মিলতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন থেরাপিস্টরা।

সমুদ্রের ধারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাঁকড়া খাবেন, শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?

শুধু বাঙালিরাই নয়, সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গেলে অনেকেই মাছের প্রতি আলাদা টান অনুভব করেন। সকালে সমুদ্রস্নান সেরে, বিকেলে সমুদ্রের পারে বসে মাছভাজা খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের ধারে যত টাটকা মাছ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মাছ বা সামুদ্রিক জীব টাটকা হওয়া সত্ত্বেও যত পেটের রোগ বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা কিন্তু শুরু হয় এই সমস্ত ভাজা খাওয়ার পর থেকেই। তাই চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘোরার আনন্দ মাটি না করতে চাইলে এই সব সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

বর্ষাকালে সামুদ্রিক মাছ খাবেন না কেন? ১) জলজ দূষণ

বৃষ্টির জলে নানা জায়গা থেকে নোংরা, ধুলো-ময়লা সমুদ্রে এসে মেশে। এই দূষণের ফলে মাছ, সামুদ্রিক জীবেরাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের মাছ যতই টাটকা হোক না কেন, তা খেলে পেটের রোগ হতে বাধ্য। ২) পারদ সংক্রমণ বর্ষাকালে আরও একটি সমস্যা হল জলের মধ্যে পারদ মাত্রা বেড়ে যাওয়া। পারদ এমনিতেই বিষাক্ত একটি ধাতু। জলের মধ্যে থাকা এই বিষ মাছেদের শরীরে সহজেই থেকে যায়। টুনা, তরয়াল বা হাঙর প্রজাতির বড় মাছের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। কোন মাছে এই বিষ ঢুকে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখলে

একেবারেই বোঝা যায় না। ফলে এই ধরনের মাছ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

৩) অ্যালার্জির ভয় সামুদ্রিক খাবার থেকে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে বর্ষায়। যে হেতু এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই চট করে এই ধরনের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জলের মধ্যে থাকা মাছেদের শরীর থেকে সহজেই তা মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পেটব্যথা, বমি, পেটখারাপের মতো সমস্যা হতেই পারে।

ক্যালশিয়ামের কমবেশি

প্রত্যেক দিনের খাদ্যচাহিদায় ক্যালশিয়ামের গুরুত্বের কথা কমবেশি সকলেই জানি আমরা। কিন্তু তার কতটা পূরণ হয় রোজ? যাঁরা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেন, তা অন্য কোনও বিপদ ডেকে আনবে না তো? যাঁরা দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁরাই বা কী ভাবে ক্যালশিয়ামের জোগান নিশ্চিত করবেন? এমনই সব প্রশ্নের সমাধান জেনে রাখা দরকার।

খেতে হবে মাপসই

দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, সবুজ আনাজ, ফলের মধ্যে কমলালেবু, পিয়ার, বেরি, কিউয়িতে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁরা অনেক সময়েই দুধ, দই, ছানা, ডিম ইত্যাদি সন্তানকে খাওয়ালেও নিজেরা খান না। ফলে চল্লিশের আশপাশ থেকেই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো চেনা সমস্যা দেখা যায় ঘরে ঘরে। শুরু হয় ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।

ডায়াটিশিয়ান সুবর্ণা রায়চৌধুরী বললেন, ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ক্যালশিয়ামের

প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দিন কমবেশি ১০০০ মিলিগ্রাম। ৫১ থেকে ৭০ বছর বয়সি মহিলাদের এই প্রয়োজনীয়তা আবার ১২০০ মিলিগ্রাম। আড়াইশো মিলিলিটার দুধ, একটা ডিম, একশো-দেড়শো গ্রাম মাছ, একটু শাক-আনাজ আর একটা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিলেই এই চাহিদা রোজ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এ বার প্রশ্ন হল, এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার সময়ে আমরা খেয়াল করি কি যে, তাতে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কতখানি? ট্যাবলেট যদি ৫০০ মিলিগ্রামের হয়, তা হলে খাবার সেই মতো ব্যালান্স করতে হবে। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্ত ভাল নয়

মাত্রাতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে হতে পারে ক্যালশিয়াম ডিপোজিট। গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যার মতো কঠিন অসুখও ডেকে আনতে পারে তা। বমি ভাব, গা হাত পা ফুলে যাওয়ার মতো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন। খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে না তো?

গর্ভাবস্থায় অনেকেই ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খান। সঙ্গে অনেকে পাউডার বেসড ভিটামিন-মিনারেল সাপ্লিমেন্টও খেয়ে থাকেন। দৈনিক ১০০০ মিলিগ্রামের চাহিদা কোনও ভাবে পূরণ হয়ে গেলেই আর সাপ্লিমেন্টের দরকার পড়ে না, এটা মাথায় রাখা জরুরি। একটানা কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই উচিত নয়। মাসতিনেক খেয়ে একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে পারেন। সেই সময়ে খাবারের মাধ্যমে দৈনিক চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

দুধ না খেলে

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্টরা সরাসরি দুধ খেতে না পারলেও দই, ছানা, চিজ বা অন্য দুগ্ধজাত খাবারের মাধ্যমে ক্যালশিয়াম পেতে পারেন। আবার দুগ্ধজাত কোনও খাবারই খেতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা বেছে নিন সয়া-বেসড খাবার। সয়া মিল্ক, টোফু ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

শুধু ক্যালশিয়াম কেন, সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই ব্যালান্স রেখে ডায়েট তৈরি করা উচিত। তা হলে শরীরও থাকবে ভাবনাহীন।

হেঁশেলের তাকে লুকিয়ে থাকা আরশোলা

হেঁশেলে আরশোলার উপদ্রব কমবে বলে পুরনো হেঁশেলের ভোল বদলে "মডিউলার" করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে কে সেই। উল্টে আরশোলারা লুকোনোর জন্য প্রচুর জায়গা পেয়েছে। তার উপর এখন বর্ষাকাল। রান্নাঘরে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল এই আরশোলা এবং নানা রকম পোকামাকড়ের ঠেলায় সেখানে খাবার জিনিস খুলে রাখাই দায়।

ঝুড়িতে রাখা আলু, প্যাকেটে রাখা পাউরুটি সবই অর্ধেকটা করে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। লক্ষ্মণরেখা টেনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আর কোনও উপায় আছে কি?

১) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

হেঁশেল থেকে আরশোলা এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, খাবার-সহ প্যাকেটের মুখ খুলে রেখে দেওয়া, খাবার নিতে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে দিলে কিন্তু আরশোলাদের আটকানো যাবে না।

২) ঢোকার মুখ বন্ধ করতে হবে

যে যে জায়গা দিয়ে পোকামাকড় ঢুকতে পারে, সেই সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে হেঁশেলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নালিমুখ।

৩) প্রাকৃতিক রেপেলেন্টস

আরশোলা উপদ্রব কমাতে প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। জলের সঙ্গে পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন স্প্রে। রান্নাঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রাখলে এই তেলের গন্ধে আরশোলা ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে নিয়ম মেনে পরিষ্কার করতে হবে মুখ

সাধ্যের মধ্যে যত রকম প্রসাধনী রয়েছে, প্রায় সবই এক বার করে মেখে ফেলেছেন। সুন্দর, নিটোল, ব্রণহীন, দাগ-ছোপহীন ত্বক পাওয়ার ইচ্ছে থাকে সকলেরই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর তা পূরণ হয় না। নামীদামি প্রসাধনী মেখেও সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এমনটা নয়।

সেই প্রসাধনীগুলি ত্বকে মাখার পর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কি না, তা দেখা জরুরি। সারা দিন বাইরে থেকে ঘুরে তেল, ধুলো-ময়লা জমে থাকা মুখে যতই নামীদামি প্রসাধনী মাখুন না কেন, তা কোনও উপকারেই আসবে না। তাই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়ম মেনে মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

১) দিনে দু'বার

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে অন্তত পক্ষে দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন, রাতে মুখ পরিষ্কার করেই ঘুমোতে গিয়েছেন। তা হলে ঘুম থেকে উঠে আবার মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ঘুমের মধ্যেও ত্বকের গ্রন্থি থেকে সেবাম উতন্ন হয়। তার উপর কোনও প্রসাধনী মাখলে তা কোনও কাজে আসবে না। তাই মুখ পরিষ্কার করতেই হবে।

২) উষ্ণ গরম জল

মুখ পরিষ্কার করতে ঠান্ডা বা গরম নয়, ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। খুব গরম জল ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। আবার ঠান্ডা জলের ব্যবহারে ত্বক থেকে তেল বা ধুলো-ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারে না।

৩) কোমল হাতে

সারা দিন কাজ করার পর রাতে মুখ পরিষ্কার করার সময়ে অনেকেই অধৈর্য পড়েন। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে যা হোক করে মুখে ফেসওয়াশ মেখে, ধুয়ে নেন। অনেকে আবার মুখ থেকে ধুলো-ময়লা তোলার জন্যে শক্ত হাতে মুখে স্ক্রাব ঘষেন। যার ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) মেকআপ তুলতে হবে

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত লাগলেও মুখে মেকআপ তুলতে হবে। মেকআপের এতটুকু অংশ যেন মুখে লেগে না থাকে। না হলে ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে সেখানে ব্রণ দেখা দিতেই পারে।

৫) ময়েশ্চারাইজার তবে মুখ পরিষ্কার করার পরে কিন্তু ময়েশ্চারাইজার মাখতে ভুলবেন না। ফেসওয়াশ যতই মাইল্ড হোক, তা ত্বকের স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ফলে আর্দতার অভাব হতেই পারে। তাই মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মেখে নেওয়া জরুরি।

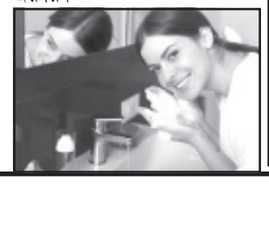

১২৫ বছরে পদার্পন লাবণ্য প্রভা ঘোষের

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন প্রদেশের মেয়েরা সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিরেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন বাংলা। এঁদের মধ্যে সেরা তিনের নাম জানতে চাইলে অনেকেই বলবেন মাতঙ্গিনা হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। টেনেটুনে আরও দু'একজনের নাম চটজলদি বলতে পারবেন কেউ কেউ। কিন্তু অধিকাংশেরই জানা নেই লাবণ্য প্রভা ঘোষের (১৮৯৭-২০০৩) নাম।

১২৫ বছরে পা দিলেন গান্ধীবাদী এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। মানভূম জেলার বাংলা ভাষা আন্দোলনের একজন নেত্রী ছিলেন তিনি। জীবনের শেষভাগে তিনি দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় একটি আশ্রমে বসবাস করেন। তার একমাত্র আয় ছিল স্বাধীনতা যোদ্ধাদের দেয়া ভাতা। ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে সারা জীবন তিনি সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়ে গেছেন।

লাবণ্য প্রভা ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে এগারো বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুলচন্দ্র ঘোষের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে যান নি, তবে তার বাবা তাঁকে পড়াতেন।

বাবা ছিলেন পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী অঘোরচন্দ্র রায়। ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, লাবণ্য প্রভা ও তার স্বামী একসঙ্গে পুরুলিয়ায় "শিল্পাশ্রম" স্থাপন করেন। এখানে সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ ও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী জড়ো হতেন।

লাবন্যপ্রভা ছিলেন পুরুলিয়ার প্রথম মহিলা বিধায়ক, যিনি লোকসেবক সংঘের হয়ে নির্বাচিত হন। তিনি মানভুম অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 'শিল্পশ্রমে' সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি পুরুলিয়ার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। তাঁর দুই সন্তান অরুণ চন্দ্র ঘোষ এবং ঊর্মিলা মজুমদার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিলেন এবং তাঁরাও মায়ের সঙ্গে শিল্পাশ্রমে থাকতেন।

লাবণ্যপ্রভা শিল্পাশ্রমের সক্রিয় সদস্য হিসেবে মানভূম অঞ্চল থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি তাঁর স্বামী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক সাময়িকী "মুক্তি"-তে লেখালেখি করতে এবং ১৯৬১ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি সাময়িকীর সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। লাবণ্যপ্রভা ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত লবণ সত্যাগ্রহ, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের পতাকা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি পৃথক সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন এবং ব্রিটিশরা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল।

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারতছাড় আন্দোলনের অংশ হিসাবে লাবণ্য প্রভা ঘোষ এবং তাঁর কন্যা কমলা ঘোষ একত্রে মিলে পুরুলিয়ার শিল্পআশ্রমে প্রতিবাদের আয়োজন করেছিলেন এবং উভয়কে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করে। তিনি ব্রিটিশ রাজত্বকালে পুরুলিয়ায় হওয়া বেশ কয়েকটি বিক্ষোভের শীর্ষনেত্রী ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর লাবণ্য প্রভা বিহারের মানভূম জেলায় বাংলা ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনে তিনি তিনবার গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তিনি পাকবিড়া গ্রাম থেকে কলকাতার দিকে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন ও ৭ই মে কলকাতা পৌঁছলে কারাবরণ করেন।

ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ভাষাশহীদ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে সমাদৃত করেন। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ১০৬ বছর বয়সে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় মারা যান লাবণ্য প্রভা ঘোষ।

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে, আর্দতার অস্বস্তিও রয়েছে খানিকটা

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.): নিম্নচাপ সরে গেলেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। এদিকে, উত্তরবঙ্গে জেলাগুলিতে আগামী ৩-৪ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে গরম ও অস্বস্তি বাড়ছে। কলকাতায় শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক পাঁচ ডিগ্রী সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের তুলনায় যা ২ ডিগ্রী বেশি। এদিন সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতার আকাশ, কখনও কখনও আবার চড়া রোদে গরম অনুভূত হয়েছে।

ডিব্রুগড়ের মরানে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব, অসমে মৃত্যু ছয়জনের

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার বকো এবং ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরানেও থাবা বসিয়েছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস। এখন পর্যন্ত মরানে সাতজনের শরীরে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসের জীবাণু ধরা পড়েছে। এছাড়া বকো, চিরাং সহ গত পক্ষকালের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মহিলা ও বালিকা সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে বকো গামেরিমুড়ার ৩৫ বছর বয়সি জুলি দাসের মৃত্যু হয়েছে। ২৮ জুলাইও ভালুকঘাটার জনৈক হরি পাঠক (৫৮) মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়া আরও দুজনের সন্দেহজনক জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে সরকারি সূত্রের খবরে জানা গেছে।

গোটা রাজ্যের হিসাব দিয়ে সূত্রটি জানিয়েছে, জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে এ পর্যন্ত ১২ এবং ডেঙ্গু-আক্রান্তের সংখ্যা নয় (৯)। এর মধ্যে জাপানিজ এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে অসমের বিভিন্ন জেলায় মোট ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। বকো ছাড়াও বরপেটা জেলার সুন্দরিদিয়ার বাসিন্দা খনিন পাঠক গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি পূর্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন।

এর আগে, চিরাং বাসুগাঁওয়ের বাসিন্দা সুস্মিতা বসুমতারি নামে ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরী হাসপাতালে ভরতি হওয়ার কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করেছে।

গত প্রায় সপ্তাহখানেক থেকে রাজ্যের লোয়ার থেকে আপার, বিভিন্ন প্রান্তে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ডিব্রুগড় জেলাধীন মরানের খোয়াং খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত কয়েকটি এলাকায় জাপানিজ এনসেফেলাইটিস এবং এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগে মোট সাত আক্রান্ত হয়েছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে তিন এবং এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগ আক্রান্ত হয়েছেন চারজন।

সূত্রের খবর, জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা যথাক্রমে মরান বামুনবাড়ির গড়পথার টেঙাপানি গ্রামের এক, পথালিবাম গাড়িশালি চেতিয়া গ্রামের এক এবং খোয়াং চমুয়া গ্রামের একজন। খোয়াং খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক ডা. এম সনোয়াল জানান, জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত তিনজনের মধ্যে দুজন কিছু সুস্থ হলেও এক মহিলা এখনও ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফ থেকে ওষুধযুক্ত মশারি, বিভিন্ন এলাকায় ফগিং ইত্যাদি সহ প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি এ ব্যাপারে জনতাকে সজাগ হতে স্বাস্থ্য দফতর অভিযান চালিয়েছে।

নবগ্রামে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ৫ আগস্ট (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে পুলিশ লকআপে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গোবিন্দ ঘোষ নামে ওই ব্যক্তি তিন দিন ধরে আটক ছিল বলে অভিযোগ। গতরাতে ওই ঘটনার পর কার্যত রণক্ষেত্রের আকার নেয় এলাকা।

শনিবার সকালে মৃত ওই ব্যক্তির সিঙ্গার গ্রামের বাড়িতে যান এসডিপিও বিক্রম প্রসাদ স্বয়ং। পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ঘটনায় যাঁরা যাঁরা যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেকের কড়া শাস্তির আশ্বাস দেন এসডিপিও।

এদিকে গতরাতের পর শনিবার সকাল থেকেই সিঙ্গার গ্রামে কড়া পুলিশি বন্দোবস্ত হয়েছে। পুলিশের তরফে গ্রামে টহলদারি চালানো হচ্ছে সকাল থেকে। এদিকে পুলিশি টহল চলাকালীনও গ্রামবাসীরা পুলিশকে ঘিরে একপ্রস্থ বিক্ষোভ দেখান।

নবগ্রামে গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যাদব সভা। কীভাবে পুলিশ লকআপে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছে তারা। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবি তুলেছে যাদব সভা। তাদের দাবি, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হলে আন্দোলন চলতে থাকবে। ঘটনায় সরব হয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও। পুলিশ লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছে কংগ্রেস শিবির। এদিকে আজ সকালে যখন এসডিপিও মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন, তখন এক বিক্ষোভরত মহিলা ঝাঁটা উঁচিয়েও তেড়ে যান পুলিশের দিকে। যদিও সেখানে উপস্থিত বাকিরা তড়িঘড়ি ওই মহিলার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নেন।

হাওড়া-পাটনার মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : ভারতের অত্যাধুনিক সুপারফাস্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলবে হাওড়া এবং পাটনার মধ্যে। শনিবার রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, বন্দে ভারত ট্রেন হাওড়া থেকে আসানসোল হয়ে জাসিডি পর্যন্ত চলবে। শনিবার তার ট্রায়াল রান শুরু হচ্ছে।

ট্রায়াল রানের জন্য শনিবার সকাল ৮টায় ট্রেনটি পাটনা থেকে ছেড়েছে। সকাল ১১টার মধ্যে ট্রেনটি জাসিডি স্টেশনে পৌঁছাবে। এর পরে এটি আসানসোলে পৌঁছাবে দুপুর ১২.১৫ নাগাদ। এই ট্রেন হাওড়ায় প্রবেশ করবে দুপুর আড়াইটে নাগাদ। এই ট্রেনটি আবার হাওড়া থেকে ছাড়বে বিকেল ৩.৫৫ মিনিটে। আসানসোলে পৌঁছাবে বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে। এরপর রাত ১০.৩৫ মিনিটে জাসিডি হয়ে পাটনা পৌঁছাবে। অর্থাৎ হাওড়া থেকে পাটনা এবং পাটনা থেকে হাওড়া যেতে সময় লাগে সাড়ে ছয় ঘণ্টা। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ট্রেনের ট্রায়াল সফল হলে ১৫ আগস্ট থেকে যাত্রীদের জন্য চালু করা হতে পারে বন্দে ভারত।

দরিদ্র মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই সরকারের অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): দরিদ্র মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই সরকারের অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সারা দেশে দরিদ্র ভাই ও বোনদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই তার সরকারের অগ্রাধিকার।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার একটি টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

মান্ডভিয়া জানান, কোটি কোটি মানুষ স্বাস্থ্যের ডিজিটাল সুবিধাগুলি থেকে সম্পূর্ণ সুবিধা পাচ্ছেন। একটি টুইটে মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, অসংক্রামক রোগের জন্য জাতীয় কর্মসূচির অধীনে এনসিডি পোর্টালের মাধ্যমে পাঁচ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট (এবিএইচএ) তৈরি করা হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করা হচ্ছে : মনসুখ মান্ডভিয়া

গান্ধীনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করা হচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বলেছেন, 'আগামী দিনে নবজাতক শিশুদের টিকা নিবন্ধনের জন্য ইউ-উইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। এর মাধ্যমে আমরা ১০০ শতাংশ টিকা অর্জন করতে সক্ষম হব।'

শনিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে আসন্ন জি-২০ গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল। মনসুখ বলেছেন, জি-২০ বৈঠকে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হবে - প্রতিকার, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং মহামারীর পরিস্থিতিতে একসঙ্গে কাজ করা।

ফসলে কীটনাশক দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু এক পাক নাগরিকের যোধপুর, ৫ আগস্ট (হি.স) : ফসলে কীটনাশক স্পে করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু হল এক পাক নাগরিকের। যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তি ফলোদি তহসিলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফসলে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে যোধপুরে নিয়ে আসা হয়। জানা গিয়েছে, তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে চলেছিলেন কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমডিএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নাম পিরুমল। তিনি পাকিস্তানের আহমেদনগর তহসিলের বাসিন্দা। তিনি ২০০৯ সাল থেকে যোধপুরের ফলোদি এলাকায় স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদনও করেছিলেন। পিরুমল ফলোদির ক্ষেতে ফসলে কীটনাশক স্প্রে করার সময়ে স্প্রের গন্ধে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাকে ফলদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ, শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পিরুমলের মৃত্যুর পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার দাবি করেছে।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে কোনও আয়োজন নয়

লন্ডন, ৫ আগস্ট (হি.স.): আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটি উপলক্ষে কোনও আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ছেলে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস।জানা গেছে মায়ের মৃত্যুর দিবসটি অত্যন্ত নিভৃতে কাটাবেন রাজা তৃতীয় চার্লস।

শুক্রবার ব্রিটিশ রাজপরিবার ও বাকিংহাম প্যালেসের মুখপাত্ররা বলেছেন, রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রীয় কোনও আয়োজন রাখছেন না রাজা। ঘরোয়াভাবেও কোনও আয়োজন করবেন না তিনি। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় সবচেয়ে বেশি সময় ব্রিটিশ মসনদে থাকা ৯৬ বছর বয়সী রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের। তারপর ব্রিটেনের রাজা হন ৭৪ বছর বয়সী চার্লস। রানির মৃত্যুতে ১০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছিল। তা ছাড়া রানির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

বাগডোগরায় এটিএম ভেঙে লুট ৫ লক্ষ টাকা

শিলিগুড়ি, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বাগডোগরা থানার অধীন রাঙাপানি বাজারে ভোর রাতে এটিএম লুটের ঘটনায় চাঞ্চল্য। শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সকালে এক গ্রাহক টাকা তুলতে এসে দেখেন এটিএম ভাঙা। এরপরই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। পুলিশ এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্তে নেমেছে।

সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে, এদিন ভোর তিনটে নাগাদ একটি সাদা রঙের গাড়িতে এসে রাঙাপানি বাজারের বেসরকারী ব্যাংকের এটিএমে ঢোকে। কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় গ্যাস কাটারের সাহায্যে এটিএম থেকে টাকা রাখার ভল্টটি কেটে নিয়ে চম্পট দেয়। সেই ভল্টে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ছিল অনুমান করা হচ্ছে। রাঙাপানি বাজারের আশপাশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। জোরকদমে শুরু হয়েছে তদন্তের কাজ। চলছে তল্লাশি।

গৌরীপুর শহরে গরু পাচারকারী ইন্ডিকার ধাক্কায় হতাহত দুই

ধুবড়ি (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর শহরে চোরাই গরু পাচারকারী চার চাকার একটি ইন্ডিকা কারের ধাক্কায় এক মোটর বাইকারের মৃত্যু এবং অপর আরোহী আহত হয়েছেন। নিহতকে জনৈক আকিফ আহমেদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনা শুক্রবার সন্ধ্যারাতে গৌরীপুর শহরে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে এএস ০১ বিই ৭৭৮৫ নম্বরের একটি ইন্ডিকা কারের সঙ্গে এক মোটর বাইকের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় দুই বাইক আরোহী। দুজনকে সংকটজনক অবস্থায় ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। উভয়ের চিকিৎসাও শুরু করেন ডাক্তাররা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজ সকালে মোটর বাইকের চালক আকিফ আহমেদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইন্ডিকার ভিতর থেকে চার পা বাঁধা অবস্থায় তিনটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বহিঃরাজ্য থেকে চুরির গরু পাচারে নিয়োজিত ইন্ডিকাটি দুরন্ত গতিতে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য জ্যোতি ইয়ারাজিকে অভিনন্দন অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স) : বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জ্যোতি ইয়ারাজিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর শনিবার জ্যোতি ইয়ারাজিকে এফআইএসইউ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমস ২০২৩-এ মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঠাকুর টুইট করে লেখেন, "৩১তম বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে মহিলাদের ১০০ মিটার প্রতিবন্ধকতায় ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য শীর্ষ স্কিম হার্ডলার জ্যোতি ইয়ারাজিকে অভিনন্দন"। ওনার দূর্দান্ত চেষ্টায় উনি ১২.৭৮ সেকেন্ডের ব্যক্তিগত সেরা সময় দিয়ে একটি ঐতিহাসিক জয় এনে দিয়েছে, এই নিয়ে পঞ্চমবার তিনি জাতীয় রেকর্ড করলেন।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও লেখেন, "এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে একটি পদক সহ, এই জয়টি আপনার সামনের অসাধারণ যাত্রার জন্য একটি ভালো লক্ষণ"। আমরা আপনার জন্য গর্বিত এবং আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান গেমসে আপনার ভালো খেলার অপেক্ষা করছি। খেলার গতি ধরে রাখুন"।

গ্রন্থাগারের বিকাশ সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে জড়িত : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): গ্রন্থাগারের বিকাশ সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে জড়িত। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, গ্রন্থাগারগুলিকে সামাজিক যোগাযোগ, অধ্যয়ন ও মননের কেন্দ্রে পরিণত হতে হবে। শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে দু""দিন ব্যাপী গ্রন্থাগার মহোৎসবের উদ্বোধন করার পর রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।'

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'গ্রন্থাগারের বিকাশ সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে জড়িত। এটি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির একটি পরিমাপও।

আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় গ্রন্থাগারের নির্মাণ ও ধ্বংসের উদাহরণ দেখা গিয়েছে।' রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমি পরামর্শ দিতে চাই, লাইব্রেরিগুলোকে ড্রয়িং রুম এবং কমিউনিটির অধ্যয়ন হিসেবে জনপ্রিয় করা উচিত। গ্রন্থাগারগুলিকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং আত্ম-অধ্যয়ন ও মননের কেন্দ্রও হওয়া উচিত।'

ফসলে কীটনাশক দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু এক পাক নাগরিকের

যোধপুর, ৫ আগস্ট (হি.স) : ফসলে কীটনাশক স্পে করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু হল এক পাক নাগরিকের। যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তি ফলোদি তহসিলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফসলে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে যোধপুরে নিয়ে আসা হয়। জানা গিয়েছে, তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে চলেছিলেন কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমডিএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নাম পিরুমল। তিনি পাকিস্তানের আহমেদনগর তহসিলের বাসিন্দা। তিনি ২০০৯ সাল থেকে যোধপুরের ফলোদি এলাকায় স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদনও করেছিলেন। পিরুমল ফলোদির ক্ষেতে ফসলে কীটনাশক স্প্রে করার সময়ে স্প্রের গন্ধে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাকে ফলদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ, শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পিরুমলের মৃত্যুর পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার দাবি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পূর্বের তুলনায় বর্তমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাব্রুমের মৈত্রী সেতু চালু হয়ে গেছে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে যাবে সাব্রুম।

ব্যবসায়ীদের জন্য একটা নতুন দ্বার খুলে যাবে। মৈত্রী সেতু দিয়ে সোজা চিতাগাং বন্দর হয়ে ভারতের যে কোন জায়গায় ব্যবসার সুযোগ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ চালু হয়ে গেছে। ৫০ আসনের ডেন্টাল কলেজে আগামি মাস থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। ৫০ আসনের সরকারি নার্সিং কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে সম্প্রতি। ইতিমধ্যে চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ঊনকোটি জেলায় ৪৭৫ জন চা শ্রমিককে জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নতুন করে রাজ্যে ১০০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে। তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান এইবারের বাজেটে রাখা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এইদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা শুভাশিস দাস সহ অন্যান্যরা। এই বছর মোট তিন ধাপে ইন্টেন্সিফায়েড মিশন ইন্দ্র ধানুশ ৫.০ কর্মসূচি পালন করা হবে। প্রথম রাউন্ড হবে ৭ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট। দ্বিতীয় রাউন্ড হবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর। তৃতীয় রাউন্ড হবে ৯ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের সমস্ত জেলায় শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যেসব শিশুরা নিয়মিত টিকাকরণের আওতায় টিকা নেয় নি এবং গর্ভবতী মহিলা যারা নিয়মিত টিকা নেয়নি, তাদের টিকা দেওয়া হবে। রাজ্য থেকে হাম-রুবেলা নির্মূলিকরণের উদ্দেশ্যে মিশন ইন্দ্র ধনুষ ৫.০ কর্মসূচি পালন করা হবে।

ইমরান খান

● **প্রথম পাতার পর** দুর্নীতি করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নির্বাচনী ১৭৪ ধারায় ইমরান খানকে তিন বছরের জেল দেওয়া হলো।রায় ঘোষণার সময় ইমরান খান ও তার আইনজীবীদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। ইমরান খানের তোষাখানা দুর্নীতি মামলার শুনানির আগে আজ আদালত চত্বরে নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য সদস্যকে মোতায়েন করা হয়। চারিদিকে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। আদালতের ভেতর শুধু আইনজীবীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। আরও কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের বিভিন্ন থানা ও আদালতে ইমরানের বিরুদ্ধে ৩৭টি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে সংঘাতে উসকানি, বিচারককে হুমকি, তোষাখানা দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার তোষাখানার মালামাল অবৈধভাবে আত্মসাৎ ও তথ্য গোপন করার অভিযোগে ইমরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দেশটির নির্বাচন কমিশন। এরপর গত ১০ মে তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত গ্রেফতার, উদ্ধার দুটি ল্যাপটপ

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জের নেতাজিপল্লিতে সংগঠিত চুরিকাণ্ডের তদন্তে নেমে সাফল্য পেয়েছে সদর পুলিশ। পুলিশের এক অভিযানে চুরির সঙ্গে জড়িত মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া দুটি ল্যাপটপ।জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ শহরে অবস্থিত নেতাজিপল্লির বাসিন্দা সরকারি কর্মচারী জনৈক রাজেশ ছেত্রীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এর পর সদর পুলিশের দ্বারস্থ হন রাজেশ। রাজেশের লিখিত এফআইআর-এর ভিত্তিতে সদর থানায় মামলা রুজু করে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে চুরিকাণ্ডে জড়িত করিমগঞ্জের বিনোদিনী গ্রাম থেকে জনৈক মুনিম আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃত মুনিমের প্রদত্ত জবানবন্দির ভিত্তিতে শনিবার সদর পুলিশ নিলামবাজারের পিননগর গ্রামের জনৈক রিপন রায়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে চুরি হওয়া দুটি ল্যাপটপ। তবে পুলিশি অভিযানের আঁচ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মুনিমের কাছ থেকে ল্যাপটপ ক্রেতা রিপন রায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশি দায়বদ্ধতা নিয়ে কমিশনের আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ আগস্ট।। শনিবার কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই সভার উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, আত্মার সভাপতি জীবন দেবনাথ, ত্রিপুরা পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন এর সচিব শরদিন্দু ভট্টাচার্য, পুলিশ কমিশন এর দুই সদস্য জি কে রাও এবং এল এইচ ডারলং। সভায় সভাপত্বিত করেন কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশ কমিশন এর তরফে উপস্থিত সকলকে আইন সম্পর্কিত একটি পুস্তিকাও দেওয়া হয়। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তার ভাষণে বলেন আইন সম্পর্কে মানুষের ধারণা নেই বলে অনেকেই ভাবেন পুলিশ সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো সঠিক না। তিনি বলেন প্রকৃত পক্ষে পুলিশ মানুষের বিপদের বন্ধু। তার মতে পুলিশ ও জনগনকে বন্ধু হয়ে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষের আইন জানা থাকলে সাহস থাকে। কিন্তু আইন জানা না থাকলে সাহস থাকে না। বেআইনি ভাবে কোন পুলিশ কোন কাজ করলে তার জন্য জনগন পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানাতে পারেন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন পুলিশ কে সহায়তা করুণ। তাদের কে সাহায্য করুণ। সমাজের দুষ্ট লোকদের চিহ্নিত করে পুলিশ কে জানান। বিকাশ দেববর্মা বলেন বিজেপি আই পি এফ টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর পুলিশ কে স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত আমলে তা ছিলো না। তিনি জনগণকে আইন নিজের হাতে না নিতে অনুরোধ করেন। আইন আইনের পথে চলবে। এতে সকলেই উপকৃত হবে। আগামী দিনে এই ধরণের অনুষ্ঠান রাজ্য ব্যাপী আরও বেশী করে করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন প্রত্যন্ত এলাকা বলে পরিচিত হাজরাপাড়াতে হয় এক প্রশাসনিক শিবির। শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলকে সরকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়া শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিও সুশীল কুমার রিয়াং ,ডি সি এম সৌরভ দাস,টি এস আর দ্বাদশ বাহিনীর এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সুজিত সিং সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এর আধিকারিকরা।

মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিআরটিসি ইনকাম সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টগুলি তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরেন। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে লোনের ফর্ম প্রদান করা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে চিকিৎসা শিবির করা হয়।

এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান এলাকার মানুষগণ যেন সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সার্টিফিকেট গুলি পেতে দূরে ছুটে যেতে না হয় তার জন্য এইরুপ প্রশাসনিক শিবির প্রতিনিয়ত জারি থাকবে।

আক্রান্ত ২১১

● **প্রথম পাতার পর** বার্তা দিলেন।তাছাড়া সতর্ক থাকতে বলেন।কোনভাবেই বাড়িতে ৭২ ঘন্টার বেশি জল জমিয়ে না রাখার জন্য। বৃষ্টির জল বসতঘরের পাশাপাশি জমে থাকলে সেটা পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য। মূলত ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া, বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলেই হয় বলে জানান জেলাশাসক।

এদিকে, সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় অল ত্রিপুরা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে ১০৫ জন রোগী তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করেন। সংগঠনের সিপাহীজলা জেলা কমিটির সভাপতি ডক্টর জ্যোতির্ময় দাস এবং সহ-সভাপতি ডক্টর পার্থ প্রতিম দাস উপস্থিত ছিলেন এই স্বাস্থ্য শিবিরে। পার্থপ্রতিম দাস জানিয়েছেন শিবিরে ১২ জন জ্বরের রোগী এসেছিলেন। তাদের মধ্যে পাঁচজনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ডেঙ্গুর এন্টিজেন টেস্টের জন্য।

অঙ্গনওয়াড়ি প্রাঙ্গণ

● **প্রথম পাতার পর** পার্শবর্তী বাড়ির ওই মহিলাটি ইন্টারভিউ দিয়েছিল। কিন্তু আজকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের হেল্পার হিসেবে পূর্ণিমা দাস আসেন তখন পার্শবর্তী বাড়ি ঘরের মহিলারা অবাক হয়ে যান। কারণ কথা ছিল সেন্টারের সংস্পর্শে থাকা এক মহিলাকে হেল্পার হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং সেন্টারের জায়গার মালিক পরামর্শ ক্রমে সেন্টারের সংস্পর্শে থাকা আবুল বসার স্ত্রী নাজমা বেগমকে হেল্পার হিসাবে নিয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার পূর্ণিমা দাস হেল্পার হিসাবে কর্মস্থলে আসলেও তার হাতে ছিল না কোন নিয়োগপত্র। আর এর জন্য স্থানীয় মহিলারা স্থানীয় কাউন্সিলর এবং মেলাঘর পৌরসভার বাইস চেয়ারম্যান গুরুপদ রায় উপর একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় মহিলারা বলেন অবিলম্বে আবুল বসার স্ত্রী নাজমা বেগমকে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের হেল্পার হিসেবে নিয়োগ করতেই হবে। আর নাহলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলে থাকবে। মহিলারা অভিযোগ করেন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে, এদের তাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান বৈঠকের নাজমা বেগমের কথা বলে কি করে পূর্ণিমা দাস কে হেলপার হিসেবে নিয়োগ করলেন তা নিয়ে বিরাট রহস্য রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালে একটি ব্যান্ডেজ ও তুলো পর্যন্ত রোগীর পরিবারকে কিনে আনতে হচ্ছে। বিকাল পাঁচটার পর হাসপাতালে থাকছে না বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

ইন্টান করা ছেলে মেয়েদের দ্বারা চলছে হাসপাতাল। কোন ডাক্তার থাকছে না হাসপাতাল গুলিতে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে রোগীর। এর খোঁজ কেউ রাখছে না। শ্মশানের শান্তি পর্যন্ত থেমে গেছে। কিন্তু ব্যবস্থা নিতে কারো কাছে বলার জায়গা নেই। তারপরেও সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাগুলি তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো ঘুমন্ত সরকারকে জাগানো। যদিও এই বিষয়গুলি বিধানসভায় ভেতরে এবং বাইরে সব জায়গাতেই তুলে ধরা হচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্যে, যাতে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নড়ে চড়ে বসে এবং এই বিষয়গুলোর দিকে ধ্যান দেয়। তিনি আরো অভিযোগ তুলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। কাজ নেই, খাদ্য নেই, মানুষ দিশেহারা। কোথায় সরকার? এই কথাগুলি শোনার জন্য কেউ নেই। সুতরাং শুধুমাত্র ট্যুরিজম হাব করে এবং পুকুরের চারপাশ বেঁধে উন্নয়ন হয় না বলে জানান সুদীপ রায় বর্মন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিশালগড় স্থিত কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে হিজাব পরিধান করা নিয়ে যে লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন সারা দেশের সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা তৈরি করার প্রচেষ্টা করছে সরকার। আর তাদের এই প্রচেষ্টা সারা দেশ জুড়ে কায়েম রয়েছে। তাই দুই জাতির মধ্যে ভাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে সরকারের ষড়যন্ত্র এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার যে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং কড়ইমুড়া স্কুল কাণ্ডে যারা জড়িত তাদের সকলকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারের দাবি জানান সুদীপ রায় বর্মন। কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য আগামী ২৪ লোকসভা নির্বাচনে দেশ থেকে ফ্যাসিস্টবাদী সরকারকে উৎখাত করা। তাহলে দেশের মানুষ কর্মসংস্থানের অভাব, সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গার প্রচেষ্টা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অস্বাভাবিক মূল্য থেকে মুক্ত হবে।

ভারতের উন্নয়নের জন্য মদন দাস দেবীজি তাঁর গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেনঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি।। কিছুদিন আগে যখন আমরা শ্রী মদন দাস দেবীজিকে হারিয়েছি, তখন আমি সহ লক্ষ লক্ষ কর্মী শোকাহত হয়ে পড়েছিলাম। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং বাস্তবতা - এই ধারণাটি যে মদন দাসজির মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। তবুও, আমরা এই জ্ঞানে সান্ত্বনা পেয়েছি যে তাঁর প্রভাব বেঁচে থাকবে। তাঁর শিক্ষা ও নীতিগুলি সামনের যাত্রায় অনুপ্রেরণা এবং দিকনির্দেশনার আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

অনেক বছর ধরে মদন দাসজির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি খুব কাছে থেকে তার সরলতা এবং মৃদুভাষী স্বভাবকে দেখেছি। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম সাংগঠনিক ব্যক্তি, এবং আমিও সংগঠনে কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। সুতরাং, এটা স্বাভাবিক যে কর্মীদের সাংগঠনিক বিকাশ এবং বৃদ্ধি সম্পর্কিত দিকগুলি আমাদের কথোপকথনে নিয়মিতভাবে উঠে এসেছিল। এই ধরনের একটি কথোপকথনের সময়, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি আসলে কোথাকার ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি মহারাষ্ট্রের সোলাপুরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে এসেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা গুজরাট থেকে এসেছিলেন। কিন্তু তারা ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছেন সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। আমি তাকে বলেছিলাম যে দেবী উপাধিসহ আমার একজন শিক্ষক আছেন এবং সেই শিক্ষক ভিসনগরের বাসিন্দা। পরে তিনি ভিসনগর ও ভাদনগরও পরিদর্শন করেছিলেন। আমাদের কথোপকথনও গুজরাটি ভাষায় হয়েছিল।

মদন দাসজীর অনেক বিশেষত্বের মধ্যে একটি ছিল শব্দের বাইরে গিয়ে সেই শব্দগুলোর নেপথ্যের আবেগকে বোঝার ক্ষমতা। তিনি মৃদুভাষী এবং সর্বদা হাসিখুশি ছিলেন, যিনি মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ঘন্টাব্যাপী আলোচনার সংক্ষিপ্তসার দিতে পারতেন।

মদন দাসজীর জীবন যাত্রায় সেই বিস্ময়সমূহকে তুলে ধরা হয়েছে যা তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন ব্যক্তি সত্তাকে পশ্চাতে রাখা হয় এবং সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একজন প্রশিক্ষিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে তিনি আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারতেন, কিন্তু মন গঠন এবং ভারতের উন্নয়নের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর আহ্বান অন্য কোথাও ছিল।

ভারতের যুবসমাজের প্রতি মদন দাসজীর অবিচল বিশ্বাস ছিল। তিনি ভারতের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে তরুণদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারতেন। আশ্চর্যের কিছু ছিল না যে, তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদকে শক্তিশালী করতে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। এই যাত্রায় তাঁর অন্যতম প্রধান প্রভাব ছিল যশবন্তরাও কেলকর জি। তিনি তাঁর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং প্রায়শই তাঁর সম্পর্কে কথা বলতেন। মদন দাস জি সর্বদা এবিভিপি-র কাজে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা এবং সমাজকল্যাণে অবদান রাখার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন যে যখন মেয়েরা কোনও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জড়িত হয়, তখন সেই প্রচেষ্টা সর্বদা আরও সংবেদনশীল হবে। মদন দাসজীর কাছে ছাত্রদের প্রতি স্নেহ ছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি সব সময় ছাত্রদের মধ্যে থাকতেন, কিন্তু জলে থাকা পদ্মের মতো তিনি কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন না।

আমি এমন অনেক নেতার কথা ভাবতে পারি যারা জনজীবনে তাদের উত্থানের জন্য মদন দাসজির কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের জন্য ঋণী। কিন্তু এ নিয়ে বড় বড় দাবি করা কখনোই তার স্বভাব ছিল না।

আজকাল, পিপল ম্যানেজমেন্ট, ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং স্কিল ম্যানেজমেন্টের ধারণাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। মদন দাস জি মানুষকে বুঝতে এবং সাংগঠনিক লক্ষ্যগুলিতে তাদের প্রতিভা ম্যাপিং করতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিশেষ ছিলেন কারণ তিনি মানুষের সামর্থ্য বুঝতেন এবং তার উপর ভিত্তি করে কাজ অর্পণ করেছিলেন। তিনি কখনই এই ধারণার সাথে একমত হননি যে মানুষকে তার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এই কারণেই যদি কোনও তরুণ কর্মীর কোনও নতুন ধারণা থাকে তবে মদন দাস জি ছিলেন সুস্পষ্ট সাউন্ডিং বোর্ড। এই কারণেই তার সাথে কাজ করা অনেক মানুষ তাদের নিজ নিজ শক্তির উপর ভিত্তি করে একটি চিহ্ন রেখে যাওয়ার জন্য স্ব-অনুপ্রাণিত ছিল। যথারীতি, সংগঠনগুলি তার নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এগুলি অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়েও যথেষ্ট সংহত এবং কার্যকর ছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মদন দাসজির ভ্রমণের সময়সূচী ছিল পরিপূর্ণ। তার দায়িত্বের বাইরে, তিনি মানুষের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ছিলেন এবং যে কোনো সভার জন্য সর্বদা ভালভাবে প্রস্তুতি নিতেন। কিন্তু তাঁর কর্মসূচি সর্বদা সহজ ছিল এবং তা এত রাশভারী ছিল না, ফলে কখনও কোনও কর্মীর উপর এটি বোঝা ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যটি শেষ অবধি তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি দীর্ঘ অসুস্থতা সহ্য করেছিলেন, কিন্তু যখন আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি একাধিক অনুসন্ধানের পরে কেবল এটি সম্পর্কে কথা বলতেন। শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি সুখী থাকতেন। এমনকি অসুস্থতার মধ্যেও তিনি দেশ ও সমাজের জন্য কী করতে পারেন তা নিয়ে ক্রমাগত ভাবতেন।

মদন দাসজীর একটি উজ্জ্বল শিক্ষার রেকর্ড ছিল এবং এটি তাঁর নিখুঁত কাজ করার পদ্ধতিকেও আকার দিয়েছিল। একজন আগ্রহী পাঠক, যখনই তিনি ভালো কিছু পড়তেন, তিনি তা সেই ডোমেইনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠাতেন। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি প্রায়ই এ ধরনের জিনিস পেয়েছি। তিনি অর্থনীতি এবং নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল বুঝতেন। তিনি এমন একটি ভারতের কল্পনা করেছিলেন যেখানে কোনও ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, আত্ম-উন্নতি এবং বৃদ্ধির সুযোগ দ্বারা ক্ষমতায়িত হতে পারে। মদন দাস জি এমন একটি ভারতের কল্পনা করেছিলেন যেখানে স্বনির্ভরতা কেবল একটি লক্ষ্য নয়, প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি জীবন্ত বাস্তবতা, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ক্ষমতায়ন এবং অভিন্ন সমৃদ্ধির নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ থাকবে। এখন, ভারত যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, তখন তাঁর চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না।আজ, যখন আমাদের গণতন্ত্র প্রাণবন্ত, যুবসমাজ আত্মবিশ্বাসী, সমাজ অগ্রগামী, এবং দেশ আশা ও আশায় ভরে উঠছে, তখন শ্রী মদন দাস দেবীজির মতো ব্যক্তিদের স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যারা সেবার জন্য এবং দেশকে এই ধরনের উর্ধমুখী পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ক্যান্সার বিষয়ক চিকিৎসা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ডিভাইন টাচ ও সাই হোপের প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। বেসরকারি ভাবেও ক্যান্সারের চিকিৎসা হচ্ছে রাজ্যে। সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই স্বল্প খরচে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী কেমো থেরাপি করা হয় আগরতলার কর্নেল চৌমুহনীর ডিভাইন টাচ এবং দা হোপ সেন্টারে। এই সেন্টারের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে দেশের স্বনামধন্য ক্যান্সার সেন্টার এইচসিজি ইকো। এই স্বনামধন্য ক্যান্সার সেন্টারে বিস্তার রয়েছে গোটা দেশে। দেশের চব্বিশটি রাজ্যে তার শাখা ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ২২ টি শাখা সুপার সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা দিচ্ছে। দেশের নামকরা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। তারই একটি শাখা রাজ্য। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাব সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডিভাইন টাচ এবং দা হোপের মার্কেটিং প্রধান কৌশিক সরকার বলেন ইতিমধ্যেই সেন্টারে কেমোথেরাপি ওপিডি বিভাগ চালু হয়েছে। প্রতিমাসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আসছেন। সার্জারিও হচ্ছে। বিশেষ করে নাক কান গলা সংক্রান্ত ক্যান্সার রোগীদের। আগামী দিনে আরো একটু বড় পরিসরে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে যৌথভাবে কাজ করা যায়। এছাড়াও এই সেন্টারে রয়েছে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগই মুখ গহ্বর জনিত। বিভিন্ন ধরনের তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি সেবনের ফলে এই ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশি বলে জানালেন বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসক ডক্টর রাজীব সারন। তিনি বলেন দেশের ৭০ ভাগ মানুষই মুখ গব্বর জনিত ক্যান্সার রোগে ভুগছেন। এরমধ্যে বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। তবে ক্যান্সার আক্রান্ত হলে ভয়ের কোন কারণ নেই। সঠিক সময়ে ধরা পড়লে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব এবং আরোগ্য লাভ করা যায়। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে নতুন নতুন যন্ত্র এবং অস্ত্র পাচার করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে এই ধরনের কঠিন ব্যাধি থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। তিনিও এই সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিকিৎসা পরিষেবার প্রদান করছেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে নিউক্লিয়ার মেডিসিন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর অরুনাভ হালদার। আগামী দিনে এই সেন্টার রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসক পরিষেবায় নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে।

এনএফ রেলের অধীন ৫৬টি স্টেশনের পুনঃবিকাশের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : রেলওয়ে পরিকাঠামোগুলিকে নতুন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ৬ আগস্ট অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৬টি স্টেশনের পুনঃ বিকাশের জন্য ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অসমের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নারেঙ্গি স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে উপস্থিত থাকবেন ডিমাপুর ও উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সাংসদ, স্থানীয় বিধায়ক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে খবর দিয়ে জানান, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসমের ৩২টি, ত্রিপুরায় তিনটি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে তিনটি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১,৯৬০ কোটি টাকা এই ৫৬টি স্টেশনের পুনঃ বিকাশের জন্য ব্যবহার করা হবে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান স্টেশন হলো অসমের নারেঙ্গি, জাগিরোড, ডিব্রুগড়, শিবসাগর টাউন; ত্রিপুরার উদয়পুর, ধর্মনগর, কুমারঘাট; পশ্চিমবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, হাসিমারা; বিহারের কিষাণগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, বারসোই জংশন, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার। ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে স্টেশনগুলির উন্নয়নের বিবেচনা করা হয়েছে। রেল ব্যবহারকারীদের জন্য উত্তম ও উন্নত সুযোগ-সুবিধা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্পের অধীনে উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে।

ওসির পর সাসপেন্ড তদন্তকারী অফিসারও

মুর্শিদাবাদ, ৫ আগস্ট (হি. স.) : নবগ্রামে চোর সন্দেহে ধৃত যুবকের জেল হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় আগেই সাসপেন্ড হয়েছেন ওই থানার ওসি অমিত ভকত। এতেও ক্ষোভ কমছে না গ্রামবাসীর। বার বার বিক্ষোভের মুখে পড়ছে পুলিশ। তাই এবার সাসপেন্ড হলেন তদন্তকারী অফিসার শ্যামল মণ্ডলও। পুলিশ জানিয়েছে, কিন্তু গ্রামে পৌঁছনোর আগে হাজার খানাক মানুষ জড়ো হয়েছেন মৃতের বাড়ির সামনে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে পুলিশ। কথা বলা হচ্ছে যাদব মহাসভার সদস্যদের। শুক্রবার রাতে থানার শৌচাগারে গোবিন্দ দাস নামে এক বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় নবগ্রাম থানায়। ২৮ বছরের ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশই পিটিয়ে খুন করেছে তাঁকে। পুলিশ দাবি করেন গোবিন্দ আত্মহত্যা করেছেন। এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় শুরু হয় উত্তেজনা। পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীদের বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছে যাদব মহাসভা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালাতে হয় পুলিশকে।

পরিচিতি চাই

গন্ডাছড়া ২৪/০৬/২০২৩ তার ইএমও, ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল লিখিত ভাবে থানায় ওসিকে জানান যে একজন অপরিচিতি পুরুষ ব্যক্তি (৫৫) ধর্মনগর হাসপাতালে মারা যান। মৃত ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা হল বয়স ৫০ বৎসর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা, পরনে আকাশী রক্ষের প্যান্ট। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর থানায় একখানা জিডি নথিভুক্ত করা হয় যাহার নাম্বার - ইউডি ১০/২০২৩ তা ১৫/-০৭/২০২৩ইং
উপরোক্ত, মৃত ব্যক্তির সন্ধান পাইলে নিমোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগ ঠিকানা
ধর্মনগর থানা ০৩৮২২ ২২০ ২০৪
এসডিপিও ধর্মনগর ৯৪০২১২১৯০০
এসপি উত্তর ত্রিপুরা ০৩৮২২ ২৩৪ ৪৬৬
পুলিশ কন্ট্রোল উত্তর ত্রিপুরা ০৩৮২২ ২২৪ ৪১১

ICA-D-720/23

পরিচিতি চাই

গন্ডাছড়া ২৪/০৬/২০২৩ তার ইএমও, ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল লিখিত ভাবে থানায় ওসিকে জানান যে একজন অপরিচিতি পুরুষ ব্যক্তি (৫০) ধর্মনগর হাসপাতালে মারা যান। মৃত ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা হল বয়স ৫০ বৎসর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা, পরনে আকাশী রক্ষের প্যান্ট। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর থানায় একখানা জিডি নথিভুক্ত করা হয় যাহার নাম্বার - ২৯ তা ২৭/-০৬/২০২৩ইং
উপরোক্ত, মৃত ব্যক্তির সন্ধান পাইলে নিমোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগ ঠিকানা
ধর্মনগর থানা ০৩৮২২ ২২০ ২০৪
এসডিপিও ধর্মনগর ৯৪০২১২১৯০০
এসপি উত্তর ত্রিপুরা ০৩৮২২ ২৩৪ ৪৬৬
পুলিশ কন্ট্রোল উত্তর ত্রিপুরা ০৩৮২২ ২২৪ ৪১১

ICA-D-720/23

সন্ধান চাই

শিশুটির নাম ঃ জেবিকা।
পিতা ও মাতার নাম জানা নেই। জন্মের তারিখ ২০-০৭-২০২০ইং উপরে ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে দীপজ্যোতি বিশেষ শিশু দত্তক গৃহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা / মাতার কোন দাবি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাসেড ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটি পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গন্য করা হবে। যোগাযোগর ঠিকানা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। মেলারমাঠ, পশ্চিম ত্রিপুরা পিন - ৭৯৯০০১, ফোন ঃ ৯৬১২৩৪০৪৭৬ / ৯৮৬২০০৪৯১৯

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
মেলারমাঠ, আগরতলা।

ICA-D-719/23

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।।মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও হীরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। শনিবার বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান ও সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে যথাক্রমে মেয়র দীপক মজুমদার, বাংলাদেশ হাইকমিশন, সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহম্মদ, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, এম.বি.বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ড: সুমন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।এবছর হিরন্ময় চক্রবর্তী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস এবং চিনিখরাং নিউজ চ্যানেলের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা।

বিভিন্ন ইভেন্টে পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন: লুডোতে স্বরূপা নাহা, সুস্মিতা রায় সেন, সন্তোষ গোপ; চাইনিজ চেকারে শিষান চক্রবর্তী, মনীষা ঘোষ, সুপ্রভাত দেবনাথ; দাবায় কিরীটি দত্ত, অভিষেক চক্রবর্তী, বিকাশ ধানুকা; ক্যারাম সিঙ্গলসে বিকাশ ধানুকা, সুমন ঘোষ, ভাস্কর দাস; ক্যারাম ডাবলসে অভিজিৎ মজুমদার ও সুমন ঘোষ, সুমিত সিংহ ও বাপন দাস, বিকাশ ধানুকা ও ভাস্কর দাস; টেবিল টেনিসে কৌশিক সমাজপতি, মনিময় রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ; ব্যাডমিন্টনে সন্তোষ গোপ, মিল্টন ধর, কৌশিক সমাজপতি।

এছাড়া ক্রিকেটে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

সম্মাননা জানানো হয়েছে টুর্নামেন্টের জাজ এবং রেফারিদেরও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য গত ২০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর সব কটি ইভেন্ট এবং আজ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

টিসিএ-র আসন্ন বৈঠক ডাকা নিয়ে আদালতের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশকে লংঘন করা হয়েছে, নাকি অনিচ্ছাকৃত ভুল। তা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। কেননা আদালতে সর্বসমক্ষে বিচারপতির প্রদত্ত রায়ে উল্লেখ রয়েছে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরবর্তী বৈঠক আহ্বান করবে সভাপতি এবং সচিব যৌথভাবে।

বৈঠকের আলোচ্য সূচিও তৈরি করবেন সভাপতি এবং সচিব যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে। অথচ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, আগামী ৯ই আগস্ট বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে অনুষ্ঠিতব্য জেনারেল বডির স্পেশাল জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতি তপন লোধের পাশাপাশি যুগ্ম সচিব জয়ন্ত দে-র স্বাক্ষর এবং ডেজিগনেশন রয়েছে। ক্রিকেট মহলে বিষয়টা আলোচিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে সম্প্রতি ভীষণভাবে আলোচিত দুই গোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার নির্দেশ জারি করা হলেও কার্যত তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আজ ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রেসিডেন্ট এবং জয়েন্ট সেক্রেটারির স্বাক্ষর অন্ততপক্ষে সেই বার্তাই দিচ্ছে। আসন্ন স্পেশাল জেনারেল মিটিং এ চারটি আলোচ্যসূচি যেমন রাখা হয়েছে, তেমনি অনুমোদিত সব কটি ক্লাব এবং সংস্থাকে নিজ নিজ প্রতিনিধিত্বকারীর অথারাইজেশন আট আগস্ট সন্ধ্যা ছটার মধ্যে টিসিএ-র সভাপতির কাছে সাবমিট করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে বিষয়টা অবশ্যই অন্যদিকে গড়াবে বলে তথ্যবিজ্ঞ মহলের ধারণা। আসন্ন জেনারেল বডি-র স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়েও বিষয়টি উত্থাপিত হবে বলে সদস্যরা প্রস্তুত হয়ে আছেন।

জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টনের জন্য রাজ্য দল গঠনের ট্রায়াল ১২ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। আগামী ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত , ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় জুনিয়র (অনূর্দ ১৯ বছর) ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন দল অংশ গ্রহণ করবে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য দল গঠন করার জন্য আগামী ১২ই আগস্ট স্থানীয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে সকাল এগারোটায় একটি দল নির্বাচনী শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যাঁরা জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী ১২ই আগস্ট, সকাল ১১ টায় আগরতলাস্থিত ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে কোচ পি কে সাহা এবং শ্রীমতী অনুভা পাল চৌধুরী র কাছে রিপোর্ট করার জন্য। এই নির্বাচনী শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য কোনো টি এ এবং ডি এ দেওয়া হবে না। জেলার প্রতিযোগীদের এই শিবিরে যোগ দিতে নিজ নিজ জেলা অ্যাসোসিয়েশনের প্যাডে সচিবের স্বাক্ষরিত আদেশ পত্র সাথে করে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সংস্থার সচিব সঞ্জীব কুমার সাহা এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

মহিলা ফুটবলের কার্যত ফাইনালে আজ মুখোমুখি জম্পুইজলা-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। মহিলা লিগ ট্রফি কার দখলে? নির্ধারন হবে আগামীকাল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার বিকেল পৌনে ৪ টায় খেতাব দখলের লড়াইয়ে মাঠে নামবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। সুপার লিগে ২ ম্যাচ খেলে জম্পুইজলার পয়েন্ট ৬ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পয়েন্ট ৪। ফলে আজ পয়েন্ট ভাগ করতে পারলেই খেতাব জয় করে নেবেন বুদ্ধ দেববর্মা-র জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। তবে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আগামীকাল জম্পুইজলা কিছুটা এগিয়ে থেকে মাঠে নামলেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পুরো পয়েন্টের জন্য ঝাপাবে। কল্পনা দেববর্মার নেয়েরা প্রস্তুত নিজেদের সেরাটা দিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কোচ বুদ্ধ দেববর্মা স্পষ্টভাবেই জানান, ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে আমার মেয়েরা। গ্রুপ লিগের পরাজয়ের বদলা নেওয়ার পাশাপাশি দলকে চ্যাম্পিয়ন করানো মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য। অপরদিকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সামনে 'ডু অর ডাই' ম্যাচ এটি। জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই শ্রেয়া দেব-দের সামনে। কোচ কল্পনা দেববর্মা বলেন,'মেয়েরা জানে ওই ম্যাচের গুরুত্ব। সবাই নিজেদের সেরাটা দিয়ে দলকে শীর্ষ আসনে বসাতে বদ্ধপরিকর। আশাকরি হতাশ করবে না মেয়েরা'।

ওপেন ক্যারাটে টুর্নামেন্টে ১টি স্বর্ণ সহ ৮ পদক রাজ্যের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। দুরন্ত সাফল্য। সাবজুনিয়র এবং জুনিয়র বিভাগে। দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। শুক্রবার তালকোটরা স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিলো আসর। প্রথম দু-দিন সাবজুনিয়র এবং জুনিয়র বিভাগের খেলা হয়। তাতে ত্রিপুরা থেকে অংশ নিয়েছিলো ৯ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে ৮ জন পদক জয় করেছে। ত্রিপুরাকে একমাত্র স্বর্ণপদকটি এনে দেয় হৃদয় মারাক। এছাড়া ব্রোঞ্জ পদক জয় করে শাস্কি কর্মকার,অঙ্কিতা মজুমদার, অভিপ্সা নাথ,উদয় দে,বিপ্রজিৎ সাহা,সুহানা ঘোষ এবং শুভ্রজিৎ সিনহা। দিল্লি থেকে টেলিফোনে এখবর জানান কোচ কৃষ্ণ সূত্রধর। খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে খুশি তিনি। বলেন,' দুর্দান্ত খেলেছে প্রতিটি খেলোয়াড়। তবে আরেকটি স্বর্ণ পদকের আশায় ছিলাম। লড়াই হয়েছে খুব কঠিন'। আজ শেষ দিনে সিনিয়র বিভাগের খেলা হবে। ত্রিপুরা দলের কোচ আশা করেন, সিনিয়র বিভাগেও পদক পাবো আমরা।

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 12/EE/WRD-II/2023-2024 Dated 03-08-2023.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No : 25/EE/WRD-II/2023-24.	₹5, 37,391.00	₹ 10,748.00	03(three) months.	Rs. 1000.00
2	DNIT No : 26/EE/WRD-II/2023-24.	₹9, 70,461.00	₹. 19, 409.00	15(fifteen) days	Rs. 1000.00
3	DNIT No : 27/EE/WRD-II/2023-24.	₹. 6, 47,586.00	₹12,952.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
4	DNIT No : 28/EE/WRD-II/2023-24.	₹. 3, 18,152.00	₹6,363.00	02(Two) months.	Rs. 1000.00
5	DNIT No : 29/EE/WRD-II/2023-24.	₹. 4, 86,312.00	₹9,726.00	06(Six) months.	Rs. 1000.00
6	DNIT No : 30/EE/WRD-II/2023-24.	₹. 14, 34,330.00	₹28,687.00	03(three) months.	Rs. 1000.00
7	DNIT No : 31/EE/WRD-II/2023-24.	₹. 5, 31,840.00	₹10,637.00	02(Two) months.	Rs. 1000.00
8	DNIT No : 09/SE/WRC-I/DNIeT/2023-24.	₹. 30, 41,210.00	₹60,824.00	04(Two) months.	Rs. 1000.00

Last Date of bidding for bids 23-08-2023 upto 15.00Hrs.
Opening of Bid on 23-08-2023 at 15.30 Hrs. If possible.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

ICA/C-1747/23

না খেলে পিছিয়ে কিল্লা মর্নিং ক্লাব ওয়াকওভার পেয়ে এগিয়ে ফুলো ঝানু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।।হলো না ম্যাচ। কিল্লা মর্ণিং ক্লাব না আসায়। ফলে ওয়াকওভার পেলো ফুলোঝানো ফুটবল ক্লাব। আপাতত আসরে ৪ পয়েন্ট পেয়ে সুজিত ঘোষের দল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবলে। শনিবার নির্ধারিত সময়েই মাঠে উপস্থিত ছিলেন ফুলোঝানো দলের ফুটবলাররা। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও কিল্লা দল না আসায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। জানা গেছে, জম্পুইজলার বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট কেটে নেওয়ায় এদিন আর মাঠমুখি হয়নি কিল্লার মহিলা ফুটবলাররা। প্রসঙ্গত; রেজিস্ট্রেশন না করিয়েই ভিনরাজ্যের ৫ মহিলা ফুটবলারকে জম্পুইজলার বিরুদ্ধে খেলিয়েছিলো কিল্লা। এরপর জম্পুইজলা থেকে লিখুইত অভিযোগ করার পর শুক্রবার রাতে মহিলা লিগ কমিটির সভায় জম্পুইজলাকে ওই ম্যাচে জয়ী ঘোষনা করা হয়।

কানাডায় ওয়ার্ল পুলিশ অ্যাথলেটিক্সে ঝড় তুলে ত্রিপুরার মধুমিতার দখলে ৩টি পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।।আবারও ঝড়। সোনার মেয়ের। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে। আর তাতেই দেশকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জের পর এনে দিলেন স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলেন মধুমিতা দেব। বিশ্ব পুলিস এবং ফায়ারম্যান অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। কানাডার মনিটাবোতে ১-৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসর। তাতে দেশের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন ভূপাল সি আই এস এফে কর্মরত মধুমিতা দেব। শনিবার রাতে ৪০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য পদক এবং ৪অ১০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণ পদক জয় করে দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন মধুমিতা। ৪অ১০০ মিটার রিলেতে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে মধুমিতা-র সঙ্গে ঝড় তুলেছিলেন বীরপল কাউর, বিজয়া কুমারী এবং আন রোজ টমি। খোয়াই জেলার রোতিয়ার প্রয়াত প্রবীর এবং গৃহিণী সীমা দেবের এক ছেলে এবং মেয়ের বড় মধুমিতা। সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশুনা করার সময় ভর্তি হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। রাজ্যের স্বনামধন্য অ্যাথলেটিক্স কোচ তথা প্রাক্তন ক্রীড়া আধিকারিক স্বপন সাহা ঘষে মেজে তৈরী করেন সোনার মেয়েকে। জাতীয় আসরে ত্রিপুরাকে বহু পদক এনে দেওয়ার পর খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে জায়গা পায় সে। প্রয়াত প্রবীর দেবের এক ছেলে এবং মেয়ের বড় মধুমিতা খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে থাকা কালিন যোগ দেন ভূপাল সি আই এস এফে। দেশের পাশাপাশি রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করা ছাত্রীর সাফল্যে খুশি কোচ স্বপন সাহা।

এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ওই কোচ বলেন,'গর্বে বুক ভরে আসলো। বিশ্বাস করতাম শুনু (মধুমিতা-র ডাক নাম) একদিন দেশের নাম উজ্জ্বল করবেই। তাই হলো। এমনই হলো। তবে ওকে আরও এগিয়ে যেতে হবে'। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষ থেকেও শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষকরা অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছেন সোনার মেয়েকে।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar School Complex, Agartala, invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to [illegible], on 17/08/2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd Call/Providing Drinking water facilities in 8(eight) different schools under Belbari Dukli Mandai block under West District during the year 2019-20 PNIeT No:50/EE/Engg-Cell/Samagra/2023-24 DNIeT No:-40/EE/ENGG.CELL/Samagra/2021-22	Rs. 8,88,000.00	Rs. 17,760.00	2(Two) months	Up to15.00 Hrs on 17/08/2023	At 18/08/2023 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.S.DebBarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-1745/23

SHORT NOTICE INVITING AUCTION NO. 13/EE/AGRI/W/2023-24

On behalf of the 'Governor of Tripura', the Executive Engineer (West), Agartala, West Tripura invites sealed Separate percentage rat• Auction Bid for "Demolishing, disposal and clearing of site of " Office room, brick wall, wooden door& windows having cement concrete flooring, roofing with GCI sheet on wooder structure etc as is where is basis situated at office complex of Supdt. of Agriculture, Dukli Agri Sub- Division" from eligible enlisted contractors, Last date of application Up to 11/08/2023 during office hours, issue of Bid Form On 14/08/2023 up to 4.00 PM, Date & time of dropping Up to 3.00 PM on 16/08/2023.
For details, please contact with the office of the undersigned

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

ICA/C-1740/23

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 11/2023

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 01 (one) UR Of Assistant Chief Electoral Officer (Computerization) nder Election Department, Group-A Gazetted through Competitive Examination.
For detailed Advertisement plecse visit https://tpsc.tripura.gov.in

(Dr. T.K. Debnath, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

হিরন্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার-২০২৩ পেয়েছেন জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি আজ শনিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর পক্ষে জাগরণ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক তথা শ্রীবিশ্বাসের পুত্র সন্দীপ বিশ্বাস এই সম্মাননা গ্রহণ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

রাণীরবাজারে উদ্বোধন হল নতুন বিদ্যুৎ ডিভিশন কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে পরিকাঠামো উন্নয়নের উপরও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে' - আজ রাণীরবাজারের ধান চৌমুহনিতে রাণীরবাজার ইলেকট্রিক ডিভিশন অফিসের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, আগে জিরানীয়া ডিভিশন অফিসের অধীনে ৭টি সাবডিভিশন ছিল। এখন এই ৭টি সাবডিভিশন থেকে খয়েরপুর, রাণীরবাজার ও বোধজংনগর সাবডিভিশনকে নিয়ে রাণীরবাজারে ইলেকট্রিক ডিভিশনের অফিস চালু করা হলো। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরো যোগ করেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। তাই বিদ্যুৎ দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে রাজ্য জুড়ে। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আধুনিক রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ লাইনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় এই কাজ শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে রাজ্যের প্রতিটি পুরপরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতেও এই কাজ শুরু হবে। ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারিত হলে ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ সহজে বিঘ্ন হবে না। নিজ বক্তব্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার যাবতীয় বিষয় তুলে ধরে তিনি জানান, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে নতুন নতুন ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ চলছে। প্রান্তিক জনপদগুলিতে গরীব অংশের মানুষকে বিনামূল্যে সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজ বক্তব্যে জনজীবনে বিদ্যুতের তাৎপর্য ব্যখ্যা করেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ আমাদের সকলের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

বিদ্যুৎ দেওয়া মানে মানুষের জীবনকে আলোকিত করা। একে ছাড়া উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি না করে রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোরও উন্নয়ন করা হচ্ছে। রাণীরবাজারে ইলেকট্রিক ডিভিশন অফিসের উদ্বোধনের ফলে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।রাণীরবাজার ইলেকট্রিক্যাল সাব ডিভিশন স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার জনগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। আমাদের সরকারের লক্ষ্য হলো গুণমানসম্পন্ন কাজ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা। গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে হলে বিদ্যৎ পরিকাঠামোর উন্নতি করতেই হবে। এর জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎ মন্ত্রী আদরনীয় রতন লাল নাথ মহোদয়ের সুযোগ্য পরিচালনায় রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর ভোক্তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করেই বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে কাজ করছে। যার সুফল আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জনগণও বর্তমান সময়ে পাচ্ছেন। এর জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের এমডি দেবাশিস সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ডিরেক্টর ফিনান্স এস এস ডোগরা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ রাণীরবাজার ইলেকট্রিক ডিভিশন অফিসের ফলক উন্মোচন করেন এবং অফিসটি পরিদর্শন করেন। নতুন এই ডিভিশনের ফলে এলাকায় বিদ্যুৎ এর আরো মন উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসীরা।

প্রেস ক্লাবে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও হীরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। শনিবার বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান ও সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে যথাক্রমে মেয়র দীপক মজুমদার, বাংলাদেশ হাইকমিশন, সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহম্মদ, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, এম.বি.বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ড: সুমন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এবছর হিরন্ময় চক্রবর্তী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস এবং চিনিথরাং নিউজ চ্যানেলের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা। বিভিন্ন ইভেন্টে পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন: লুডোতে স্বরূপা নাহা, সুস্মিতা রায় সেন, সন্তোষ গোপ; চাইনিজ চেকারে শিযান চক্রবর্তী, মনীষা ঘোষ, সুপ্রভাত দেবনাথ; দাবায় কিরীটি দত্ত, অভিষেক চক্রবর্তী, বিকাশ ধানুকা; ক্যারাম সিঙ্গলসে বিকাশ ধানুকা, সুমন ঘোষ, ভাস্কর দাস; ক্যারাম ডাবলসে অভিজিৎ মজুমদার ও সুমন ঘোষ, সুমিত সিংহ ও বাপন দাস, বিকাশ ধানুকা ও ভাস্কর দাস; টেবিল টেনিসে কৌশিক সমাজপতি, মনিময় রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ; ব্যাডমিন্টনে সন্তোষ গোপ, মিল্টন ধর, কৌশিক সমাজপতি। এছাড়া ক্রিকেটে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সম্মাননা জানানো হয়েছে টুর্নামেন্টের জাজ এবং রেফারিদেরও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য গত ২০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর সব কটি ইভেন্ট এবং আজ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ জেলায় মিশন ইন্দ্রধনুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ আগস্ট।। মিশন ইন্দ্রধনু - ৫.০ - ২০২৩ জেলা ভিত্তিক উদ্বোধন উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমার হাসপাতালের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে নিয়মিত টিকাকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রী নিখিল চন্দ্র গোপ মহোদয়, দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডা: বিতান সেনগুপ্ত বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: বিমল কলই ও ডা: উত্তম দাস মহোদয় প্রমুখ। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস বলেন, টিকাকরণ শিশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে প্রতিরোধ করে তাই ইন্দ্রধানুষ ৫.০ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পন্ন বিনামূল্যে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত টিকা নেওয়া থেকে বাদ যাওয়া নির্দিষ্ট টিকাকরণ সম্পন্ন না করা শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের টিকাকরণ নিশ্চিত করুন ইন্দ্রধানুষ ৫.০ সারা রাজ্য জুড়ে চলবে তিনটি রাউন্ডের মাধ্যমে এই অভিযানের প্রথম রাউন্ড ৭থেকে ১২ই অগাস্ট দ্বিতীয় রাউন্ড ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর এবং তৃতীয় রাউন্ড ৯থেকে ১৪ অক্টোবর ২০২৩পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এবার ইন্দ্রধানুষ ৫.০ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পোর্টাল এই পোর্টালে নিজে বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্যে রেজিস্ট্রেশন করে অথবা টিকা করণ কেন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পূর্ণ গর্ভবতী মহিলার টিকাকরণ নিশ্চিত করুন টিকাকরণের পর রেজিস্টার করা নম্বরে ই সার্টিফিকেট জেনারেট হবে পরবর্তী টিকার সময়সূচী ও পেয়ে যাবেন বিস্তারিত জানতে নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

অভিযানে নেমে নিগৃহীত হলেন প্রশাসনিক কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট।। অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে আক্রমণের মুখে পড়ল প্রশাসনিক কর্মীরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া বাজারে। জানা যায়,সম্প্রতি রাজ্য প্রশাসন তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা ক্রমে গোটা রাজ্য জুড়েই ড্রাগস কন্টোলারের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ড্রাগস কন্টোলারের নির্দেশক্রমে বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ পদস্থ আধিকারিক বিভিন্ন ঔষধের দোকান গুলোর মধ্যে নিয়মিতভাবে অভিযান করছে।এরই মধ্যে এক রুটিন চেকিং-এ গিয়ে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া বাজারে জনৈক ঔষধ ব্যাবসায়ীর দ্বারা রীতিমতো শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছেন প্রশাসনিক কর্মীদের। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে মোহরছড়া'র আনন্দ মেডিকেল হল নামক একটি ঔষধের দোকানে যখন ড্রাগস কন্টোলারদের এক প্রতিনিধি দল অভিযান করতে যায় তখন আচমকা কর্ণধার চিনু ঘোষ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপর শারীরিক আক্রমণ সংঘটিত করে। দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে একটা বেগে করে কিছু ঔষধ পত্র নিয়ে সহ পালিয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণের শিকার আধিকারিকদের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তেলিয়ামুড়া থানায় সংশ্লিষ্ট ঔষধ ব্যাবসায়ী চিনু ঘোষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে আনন্দ মেডিকেল হল নামক ঔষধের দোকানটি সিল করে দেয় আধিকারিকদের প্রতিনিধি দল।'

দক্ষিণ জেলাভিত্তিক টিচিং লার্নিং অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ আগস্ট।। দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক টিচিং লার্নিং মেথড অনুষ্ঠানে টাউন হল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, এলিমেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর শুভাশিস বন্দোপাধ্যায় এছাড়া ছিলেন দক্ষিণ জেলা শিক্ষা অধিকার সুবীর মজুমদার সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে টিচিং লার্নিং মেথড এবং নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করা হয়,আলোচনা রাখতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কি ভাবে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় বিশেষ করে নার্সারি স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের সে বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।টিচিং লার্নিং মেথড মেকিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের দর্শক আসন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্র,ছাত্রী, ও শিক্ষক শিক্ষিকা দের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ন ছিল। আলোচনা সভার পর অনুষ্ঠিত হয় টিচার লার্নিং মেথডের এর উপর প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলার আটটি ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ৮০ টি মডেল প্রদর্শিত হয়, এর মধ্যে ২০ টি মডেল রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।মূলত নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উপযোগী শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষণীয় মডেল প্রদর্শনী করা হয় এর মধ্যে থেকে নির্বাচিত শিক্ষণীয় মডেলগুলি জেলা পর্যায় থেকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করবে বলে এইদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে জানা যায়। আলোচনা শেষে টাউন হলের সোনার তৈরী মুক্ত মঞ্চে শিক্ষনীয় মডেল গুলি পরিদর্শন ও তাদের তৈরী করা মডেলগুলি নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা দের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এইদিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানের অতিথিগণ।

লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিস চত্বরে দালালচক্র বন্ধের উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। অফিস চত্বরে দালাল রাজত্ব বন্ধ করতে উদ্যোগ নিল লংতরাইভ্যালী মহকুমা প্রশাসন। পিআরটিসি কিংবা জাতি শংসাপত্র যে কোন সরকারি কাগজ তৈরি করতে আমজনতার জন্য মহকুমা অফিসে খোলা হয়েছে নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরেই লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিসে দালালচক্র সক্রিয় ছিল। রেশন কার্ড হউক আর পিআরটিসি যেখোন সরকারি কাগজ করতে এসে হয়রানির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। দিনের পর দিন অফিসে চক্কর লাগিয়েও কাজ হাসিল করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু তারিকের পর তারিখই ভাগ্যে জুটত। অথচ বাড়তি টাকা গুনে দালালদের হাতে কাগজপত্র সঁপে দিলেই ওয়ান টুর মধ্যেই কাম হাসিল। কিন্তু মহকুমা শাসক হিসাবে সুভাষ দত্ত জয়েন করার পর থেকেই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি দেখতে পান নতুন রেশন কার্ড, পিআরটিসি, জাতি শংসাপত্রের জন্য পাহাড়সম আবেদন পড়ে রয়েছে। পেন্ডিং কাজ শেষ করে গ্রামে গ্রামে প্রশাসনিক শিবির করে রেশন কার্ড ও সার্টিফিকেট বিলি করেন। পাশাপাশি সরকারি কোন কাগজ তৈরী করতে দালালদের দ্বারস্থ না হয়ে নিজ উদ্যোগে করার জন্যও আবেদন রাখেন। দূরদূরান্ত থেকে মহকুমা অফিসে এসে সার্টিফিকেট তৈরি করার জন্য যাতে কারো কোন অজুহাতে সময় নষ্ট না হয় তার উদ্যোগ নেন। এরই মধ্যে সুভাষবাবুর বদলির নোটিশ জারি হয়ে যায়। তাই শনিবার বিদায়ই মহাকুমা শাসক হওয়ার একদিন আগেই নতুন আগত মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক কে সঙ্গে নিয়ে নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তাছাড়া সুভাষবাবু বলেন এখন থেকে যেখোন ধরনের সরকারি কাগজ করতে হলে কোন দালাল চক্রের খপ্পরে পড়তে হবে না সাধারণ মানুষকে। এমনকি একটি কাগজ করতে এসে দিনের পর দিন মহকুমা অফিসে চক্কর কাটতে হবে না। নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রে এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করলে সেই সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ বলে দেওয়া হবে। সেই তারিখে আসলেই নির্দিষ্ট সময়েই তাদের সার্টিফিকেট তারা পেয়ে যাবে। নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র খোলার ফলে যেকোনো সরকারি কাগজ করতে মানুষের কাছে অনেকটাই সরলীকরণ হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ আগস্ট।। বাঁশপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গুর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা নিজেরাই অভিযান চালাচ্ছেন।

কারণ, সাম্প্রতিক সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এখন অব্দি দেড়শতাধিক ডেঙ্গু সংক্রামিত রোগী চিকিৎসা চলছে আগরতলা হাসপাতাল অব্দি।তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে অর্থাৎ কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য দপ্তর এলাকার অন্তর্গত বাশপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায় শত শত বাড়িতে যাচ্ছেন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা। সঙ্গে রয়েছেন আশা কর্মীরাও।৫ই আগস্ট শনিবার সকাল থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে বেশ কিছু স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী কয়েকটি টিমে বিভক্ত হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিজেরাই দায়িত্ব নিয়েছেন। এমনকি!প্রতিটি বাড়িতে যেখানে যেখানে জমানো জল রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে ফেলে দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। শুধু তাই নয়!বাড়ির লোকদের সতর্কতামূলক পরামর্শ দিচ্ছেন যেন কিছুতেই এইখানে সেইখানে জমানো জল রাখা না হয় বাড়ির ঘরের চতুর্দিকে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।এতে করে এলাকার মানুষের কাছ থেকেও যথেষ্ট সারা পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মীরা দাঁড়িয়েছেন।প্রতিবেদকে সামনে পেয়ে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম পি এস তাপস রায়, স্বাস্থ্যকর্মী সুমেন বৈদ্য, সি এইচ ও মীনাক্ষী পাটারী সহ অন্যান্য আশা কর্মীরা জানান স্থানীয় প্রতিটা পরিবারই এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।এতে করে ঘরবাড়ির চতুর্দিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।সতর্ক হচ্ছে সাধারণ মানুষ।অপরদিকে এম পি এস তাপস রায় জানান, শুধু মাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা একমাত্র বাশপুকুরই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার যেমন, মনাই পাথর এডিসি ভিলেজ অব্দি এই অভিযান চালানো হবে।

পাম অয়েল উৎপাদনে রাজ্যকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাম অয়েল উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা সহ রাজ্যের চাষীদের আর্থিকভাবে বলশালী করতে উদ্যোগ নিলো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। পাম অয়েল প্লেন্টেশন তৈরী এবং সরকারী নানা ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলি নিয়ে শনিবার অনুষ্ঠিত করা হয় এক দিবসীয় শিবির। আমবাসা পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলাকার প্রায় দুই শতাধিক কৃষক শিবিরে যোগ দেন। শিবিরে পাম অয়েল চাষে লাভালাভের বিষয় তুলে ধরেন উদ্যান দপ্তরের সচিব পি বি জমাতিয়া সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা,এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং,জেলা কৃষি আধিকারিক কমল রিয়াং প্রমুখ।

জাতীয় সড়ক নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৫ আগস্ট।। নির্মাণের কিছু দিনের মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে জাতীয় সড়ক। নির্মাণ কোম্পোনির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। অতিসত্তর নির্মাণ কমিটি গঠন করে তদন্তের দাবি উঠেছে।

জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজের মান নিয়ে উঠলো প্রশ্ন। ২০২০ এর শেষ সময় থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় সড়ককে চার লেন করার কাজ। কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি হল গুজরাটের নীতিন শাই কোম্পানি। আমবাসার বেত বাগান থেকে মুঙ্গিয়াকামি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তার সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি,আঁকাবাঁকা কমানো এবং প্রশস্ততার কাজ সহ জল নিকাশি ড্রেন এবং সাইড ওয়াল তৈরি করেছে ওই নির্মাণ সংস্থা। সম্প্রতি সামান্য বৃষ্টিতেই জাতীয় সড়কের বহু অংশে পিচ ঢালাই ভেঙ্গে গেছে বা উঠে গিয়ে গর্তের সৃস্টি হয়েছে। পাশাপাশি অল্প বৃষ্টিতেই আঠারো মোড়ার তুই কর্মা পাড়ার জাতীয় সড়কের পাশে বিশাল আরসিসি ওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। অভিযোগ, যেখানে ২০ থেকে ২৫ এমএম রড দেওয়ার কথা ছিল,সেখানে মাত্র ৬ এম এম রড দিয়ে সেই বিশাল আকারের ওয়াল গুলো তৈরি করা হয়েছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই পাহাড়ের মাটি ভেঙ্গে পড়লে সেই মাটিকে ধরে রাখতে পারেনি ওয়াল গুলি। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে, অতিসত্বর রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করে সেই কাজের গুণমান পরীক্ষা করুক।

সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। শনিবার অনুষ্ঠিত হল বিএসএফ এবং বিজিবি - এর নোডাল অফিসারদের মধ্যে এক সমন্বয় সভা। এদিনের এই বৈঠকে মূলত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে(বাংলাদেশের দিকের) বিশেষ করে পূর্ব সীমান্তে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা, পারস্পরিক আস্থা এবং অবমূল্যায়নের উন্নতির জন্য সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আগামীদিনেও এধরনের বৈঠক অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

এই সভায় ভারত ও বাংলাদেশ দু দিক থেকেই প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন সরোজ কুমার সিং, পিএমজি, পিএমএমএস, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, নোডাল অফিসার বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার। এদিকে বিজিবি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এস এম শফিকুল রহমান, পিএসসি, জি ডিরেক্টর, নোডাল অফিসার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।